পঞ্চদশ অধ্যায়

বিচার ব্যবস্থা, পুলিশ প্রশাসন ও সংশোধনাগার

বিচার ব্যবস্থা

পাঠান রাজত্বে দেশের শাসন ব্যবস্থা যে রকম ছিল মোগল রাজত্বে তার অনেক রদবদল হয়েছিল। বিচার ব্যবস্থারও অনেক পরিবর্তন হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত আকবরের রাজত্বকালে বিচার ও শাসন ব্যবস্থা মোটামুটি একটা স্থায়ী রূপ নিয়েছিল।

ভিনসেন্ট স্মিথ বলেছেন, আকবর বুঝেছিলেন যে দেশ শাসনের জন্য সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থার প্রয়োজন। তাঁর আগে শেরশাহ্ দেশ শাসনের ধারা যেভাবে বদল করেছিলেন, বিচারের সেই কাঠামো আকবর বজায় রেখেছিলেন। শেরশাহ্ তাঁর রাজ্য কয়েকটি সরকার ও পরগনায় ভাগ করেছিলেন। শেরশাহ্ প্রত্যেক সরকারের কর্তা করেন একজন প্রধান শিকদারকে৷ আকবর মোগল সাম্রাজ্য কয়েকটি সুবাতে ভাগ করেছিলেন। আকবরের মোগল সাম্রাজ্যে এইসব সুবার নিচে মোট ১০০টি সরকার ছিল। প্রত্যেক সরকারে কয়েকটি পরগণা ছিল এবং তাঁর রাজত্বে পরগণার নামকরণ হয় মহাল। আকবর প্রত্যেক সুবার শাসনকর্তা করেন সুবাদারকে। সুবাদারী শাসন তার পর থেকেই চলতে থাকে। ১৮৮১ সালে এই পদের অবসান হয়। শেরশাহ্ ফৌজদারী আইনের কর্তা করেছিলেন শিকদারদের। আকবর ফৌজদার ও সুবাদারদের উপর সেই ভার ন্যস্ত করেন।

মোগল আমলে মুসলিম ফৌজদারী আইন ছিল বিচার ব্যবস্থার ভিত্তি এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের (ক্ষেত্রেই তা সমানভাবে প্রযোজ্য ছিল। অন্যদিকে দেওয়ানী বিচারের জন্য মুসলিম দেওয়ানী বিধি চালু ছিল। আকবর বিচার ব্যবস্থার জন্য দুটি প্রতিষ্ঠান তৈরী করেন একটি হল কাজী অন্যটি হ'ল মীর-ই-আদিল। এক একটি প্রদেশে এই ব্যবস্থার মাথায় থাকতেন 'সদর'। তিনি নগর ও বড় গ্রামগুলিতে কাজী নিয়োগ করতেন আর বড় বড় শহর ও নগরে নিয়োগ করতেন মীর-ই-আদিল। কোন শহর বা গ্রামে দুজন পদাধিকারী থাকলে মীর-ই-আদিল কাজীর উপরওয়ালা হিসাবে কাজ করতেন। কাজী মুসলিম দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনের ভিত্তিতে বিচার করতেন । অন্যদিকে, কোন নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের আইনে যে বিষয়টা স্পষ্টভাবে বলা থাকত না সেই সব বিষয়ের নিষ্পত্তি করতেন মীর-ই-আদিল। এছাড়া কাজী-কে আইনের ব্যাখ্যা করে সাহায্য করতেন মুফতি ও পন্ডিত৷ এছাড়া আমিন, আমিল, ভকিল, উজির, বক্সী সদর, মুস্তাফী আরও নানা রকমের কর্মচারী ছিল। আইন-ই-আকবরীতে তাদের দায়দায়িত্বের উল্লেখ আছে। রাজধানীতে দৌলতখানায় বসে স্বয়ং বাদশাহ্-ও বিচার করতেন। তাঁর প্রধান কর্মচারীদের মধ্যে ছিলেন দেওয়ান-ই-আদালত এবং কাজী-এ-কুদ(জ বা প্রধান বিচারপতি। শহরের পুলিশ ও মিউনিসিপ্যাল ব্যবস্থার প্রধান মুহ্‌তাসিবদের হাতেও বিচার করা ও শাস্তি দেবার (মতা ছিল। প্রত্যেক সুবাতে নিজামত আদালত ছিল সুবাদার বা নাজিমের অধীন। তাঁকে সাহায্য করতেন দেওয়ান। এই বিচার ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। এর দুর্বলতার প্রধান দিকটি ছিল নিম্ন বিচারকের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার সুযোগ সহজলভ্য না হওয়া। স্যার যদুনাথ সরকার মোগল শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে লিখেছেন -

The Indian village in the Mughal Empire was denied the greatest pleasure of this life in our times viz. facility for civil litigation with Government Courts of first instance close to his doors and an abundance of courts of appeal rising up to the High Court at the Capital.'

সি.ডি.ফীল্ডস তাঁর 'দি রেগুলেশন অব্ বেঙ্গল কোড' গ্রন্থে ১৭৭২ সালে মুর্শিদাবাদে যে আদালতগুলি কাজ করত তার তালিকা দিয়েছেন। কমিটি অব্ সার্কিটকে লেখা ১৫ই আগষ্ট, ১৭৭২-এর একটি চিঠি থেকে এই তালিকাটি সংগৃহীত।

(১) সুবার সবথেকে বড় বিচারক ছিলেন নাজিম। বড় অপরাধের বিচার তিনি নিজেই করতেন।

(২) জমি এবং সম্পত্তি সংত্র(ান্ত মামলায় সুবার সর্বোচ্চ বিচারক ছিলেন দেওয়ান। তবে তিনি কদাচিৎ নিজেই জমির মামলার বিচার করতেন।

(৩) ফৌজদারী মামলার ব্যাপারে নবাব নাজিম এর প্রধান সহকারী ছিলেন দারোগা-ই-আদালত-আল-আলিয়া। সম্পত্তি সংত্র(ান্ত মামলার বিচারও তিনি করতেন।

(৪) দেওয়ানী মামলায় দেওয়ানের সহকারী ছিলেন দারোগা-ই-আদালত-দেওয়ানী। ভূসম্পত্তির মালিকানা ও উত্তরাধিকার নিয়ে কোন মামলা হ'লে তার বিচার তিনিই

করতেন। ।

(৫) ফৌজদার একদিকে ছিলেন তাঁর এলাকার পুলিশ ব্যবস্থার প্রধান, অন্যদিকে তিনি ফৌজদারী মামলার বিচারকও ছিলেন ।

(৬) উত্তরাধিকার সংক্র(ান্ত মামলার বিচারক ছিলেন কাজী।

(৭) মাতলামী, মদচোলাই, ওজন ও মাপ কম দিয়ে লোক ঠকানো, নেশাদ্রব্য কেনাবেচা এই সব নিয়ে নালিশের বিচার হ'ত মুহ্তাসিব-এর কাছে।

মিঃ ফিল্ড আরও লিখেছেন, 'এইসব আদালতের কাজ মুর্শিদাবাদ ও তার আশেপাশে সীমাবদ্ধ ছিল। দূরের জেলাগুলির জন্য নিম্ন আদালতের(subordinate jurisdiction) প্রকৃত ব্যবস্থা ছিলনা। কাজীর হয়ে কাজ করতেন অন্য কেউ। তাদের (মতা আইনসম্মত ছিলনা। সাধারণ মানুষ সেই আদেশ মানছে কিনা সেই আদেশের বি(দ্ধে উচ্চতর আদালতে যাওয়ার (মতা সাধারণ মানুষের আছে কিনা, তার ওপরেই ঐ আদেশের বহাল থাকা না থাকা নির্ভর করত। জমিদার ও অন্যান্য রাজস্ব আধিকারিকরা আইন বহির্ভূত বিচারের (মতা প্রয়োগ করতেন। এবং তাঁরা তা প্রয়োগ করতেন ন্যায় বিচারের জন্য নয়, নিজেদের স্বার্থে।'

মোগল আমলে জমিদারদের ফৌজদারী বিচারের কোন অধিকার না থাকলেও তাঁরা তা প্রয়োগ করতেন। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দেখা যায় তাঁরা একেকজন নিজের এলাকায় বিচারক হয়ে বসেছেন।

মোগল শাসনের শেষদিকে মুর্শিদকুলি খাঁ তিন সুবার কাজি-উল্-কুদ(জ নিযুক্ত(করেছিলেন এবং তাদের নাম দেওয়া হয়েছিল সদর-উস-সদুর। নিজামতি ও দেওয়ানী দুই আদালতের প্রধান ছিলেন দুজন দারোগা-ই-আদালত। মুসলমান আইনের ব্যাখ্যার জন্যে থাকতেন মুফতী এবং হিন্দু আইনের ব্যাখ্যার জন্যে বড় বিচারালয়গুলিতে জজ পণ্ডিত নিযুক্ত(করার ব্যবস্থা ছিল। দেওয়ানী বিভাগের বিচারের ভার ছিল দেওয়ানের উপর। তবে তিনি কদাচিৎ আদালতে বিচার করতেন। রাজস্ব বিভাগের কোনো কর্মচারীর উপর তিনি বিচারের ভার দিতেন। ফলে বিচার-বিভ্রাট হ'ত।

সিয়ার-উল্-মুতা(রীনে দেখা যায় সুজাউদ্দিনের আমলে বাংলা দশটি ও বিহার আটটি ফৌজদারীতে বিভক্ত(ছিল। তাছাড়া রাজধানী মুর্শিদাবাদের জন্যে একজন পৃথক ফৌজদার ছিলেন। অবাধ্য জমিদারদের দমন বা উৎখাত করা, বিদ্রোহী জমিদারদের ধরে সুবাদারের কাছে পাঠানোর দায়িত্বও ফৌজদারদের পালন করতে হ'ত । চোর, ডাকাত দমনের সঙ্গে অশান্তি উপদ্রব দূর করাও তাঁর কাজ ছিল। কোম্পানী আমলের ম্যাজিস্ট্রেটদের মতই তাদের শান্তি ও শৃঙ্খলা র(া করতে হ'ত। ফৌজদারেরা তার জন্যে রাজ্যের অনেক জায়গায় থানা বসাতেন এবং থানাদার নিযুক্ত(করতেন। বড় বড় শহরে কোতোয়াল এবং তাঁর অধীনে চৌকিদারেরা শান্তি শৃঙ্খলা র(ার ব্যবস্থা করত।

মোগল রাজত্বের কোর্ট কাছারীর কথা সেকালের বিদেশী ভ্রমণকারীরাও বলে গিয়েছেন। ডাহাপাড়ার 'বঙ্গাধিকারী' পরিবারের কাগজপত্রের মধ্যে জেলার বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী শ্রী বিজয় গুপ্ত সেবাস্টিয়ান ম্যানরিক নামে এক পর্যটকের একটি মন্তব্য খুঁজে পান। ম্যানরিক লিখেছেন সেকালের কোর্ট কাছারীর কথা,

'Justice is well-organised and law Courts equipped. The *Ukils* and the *Kazis* are rich and respected. Criminal and Revenue laws are extremely stringent and severe. Capital punishments of brutal nature are frequent.Many had to embrace Islam for non-payment of revenue.The lives of beautiful and healthy girls unsafe.'

নবাবী আমলের বিচার ব্যবস্থাও একই ধরণের ছিল। চোর ডাকাতদের শাস্তি ছিল চরম শাস্তি। ডাকাত ধরা পড়লে ফাঁসিতে লটকে দেওয়া হ'ত। হাত পা বা নাক-কান কেটে ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা ছিল। বিদ্রোহী জমিদারদেরও কঠোর শাস্তি দেওয়া হ'ত মুর্শিদকুলির আমলে। যে সব জমিদার সময়মত খাজনা দিতেন না, তাঁদের ধরে এনে হাত পা বেঁধে আবর্জনার চৌবাচ্চায় বসানো হ'ত। এর নাম ছিল 'বৈকুণ্ঠ বাস'। খাজনার টাকা দিলে তাঁরা মুক্তি(পেতেন। নবাব আলীবর্দীর আমলেও একই ব্যবস্থা ছিল। মুর্শিদাবাদে ছিল সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত আদালত যেখানে জমি, ধার-দেনা এবং ফৌজদারী মামলার বিচার হ'ত।

পলাশীর যুদ্ধের পরেই ইংরেজরা এদেশের শাসন ব্যবস্থা হাতে নেয়নি। ১৭৭০ সাল নাগাদ দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তাঁদের শাসন কায়েম করেছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তখন দিল্লীর বাদশাহের আদেশ মত তিন সুবার দেওয়ান আর মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিম নামে মাত্র সুবাদার। রবার্ট ক্লাইভ দ্বিতীয়বার বাংলায় এসে দেশের শাসন ব্যবস্থা দেখে ইংল্যান্ডে তার এক বন্ধুকে চিঠি লিখেছিলেন, 'নবাবকে যুদ্ধে হারানো সহজ, নবাবের বি(দ্ধে সাধারণ মানুষের ঘৃণা ও অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে কোম্পানীর শাসন চালু করা আরও সহজ, কিন্তু রাজস্ব সংগ্রহ ব্যবস্থাকে সুচা(করা কিংবা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা খুবই কঠিন।'

ইংরেজ কোম্পানী যখন বাংলা-বিহারের বিচার ব্যবস্থা হাতে নিয়েছিল, তখনই এই দুটি সুবাতে বিচার ব্যবস্থা বানচাল

হয়ে গিয়েছে। আইন শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাই তখন ছিল প্রথম ও প্রধান কাজ। কারণ রবার্ট ক্লাইভের মত বিচ(ণ কোম্পানী-কর্তারা জানতেন, রাজস্ব সংগ্রহ ঠিকমত না হলে তাঁদের রাজনৈতিক শাসনমুষ্ঠিও আলগা হয়ে যাবে।

এই পরিপ্রে(তেই লন্ডনে কোর্ট অব্ ডিরেক্টর্স নূতন বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলেন। তারা বুঝেছিলেন একমাত্র সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দ্বারা শান্তি, শৃঙ্খলা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং রাজস্ব বৃদ্ধি করা সম্ভব। এই নীতি বাস্তবায়িত করতে কোর্ট অব্ ডিরেক্টর্স ওয়ারেন হেস্টিংসকে গভর্ণর জেনারেল করে ভারতে পাঠালেন। ১৭৭২ সালের ১৩ই এপ্রিল তিনি ভারতে পৌঁছলেন এবং এপ্রিল মাসের মধ্যেই নূতন নীতি কার্যকর করলেন। তৈরী হ'ল বোর্ড অব্ রেভিনিউ। বোর্ডের প্রধান হেস্টিংস স্বয়ং। তাঁকে সাহায্য করবেন 'রায় রায়ান' নামে এক ভারতীয় পদাধিকারী। কমিটি অব্ সার্কিট আইন তৈরী করে প্রতি জেলায় 'সিভিল' ও 'ত্রি(মিনাল' কোর্ট তৈরী করলেন। এভাবে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচারকে প্রথম থেকেই আলাদা করা হ'ল। জমিদাররা যে আইনবহির্ভূত (মতা প্রয়োগ করতেন তাও খর্ব হ'ল। মুর্শিদাবাদ থেকে সদর নিজামত ফৌজদারী কোর্ট কলকাতায় আনা হ'ল, নাম হ'ল সুপ্রীম কোর্ট। বলা যেতে পারে কলকাতায় রাজধানী সরিয়ে আনার এটাই প্রথম পদ(প। চীফ জাস্টিস হলেন স্যার ইলাইজা ইম্পে আর সঙ্গী মিঃ জাস্টিস হাইড ও চেম্বার্স। মুর্শিদাবাদ থেকে সদর দেওয়ানী আদালত তুলে দিয়ে সুপ্রীম কোর্টের সামিল করা হ'ল। ফৌজদারী আদালতের কর্মভার ছিল বিপুল, তাই ১৭৭৫ সালে সদর ফৌজদারী আদালতটি আবার মুর্শিদাবাদে নিয়ে যাওয়া হ'ল। কয়েক বছর পর সারা প্রদেশের ফৌজদারী প্রশাসন কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে লর্ড কর্ণওয়ালিশ আবার নিজামত ফৌজদারী আদালত কলকাতায় নিয়ে যান।

১৭৭৬ সালে রেজা খাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রদেশের ২৩ টি জেলার প্রতিটিতে একটি করে ফৌজদারী আদালত স্থাপন করা হ'ল। এর মধ্যে একটি জেলা ছিল মুর্শিদাবাদ। ১৭৮০ সালের ১১ই এপ্রিল মুর্শিদাবাদ সহ ৬ টি শহরে মফঃস্বল দেওয়ানী আদালত স্থাপন করা হ'ল। এই কোর্ট বসত মোবারক মঞ্জিল বা ফেন্ডাতবাগে। জমিদারী ও তালুকদারীর উত্তরাধিকার সংত্র(ান্ত মামলা সহ সম্পত্তি সংত্র(ান্ত যাবতীয় মামলার নিষ্পত্তি এই আদালতে হ'ত। রাজস্ব সংত্র(ান্ত মামলা এই কোর্টের বিচার্য ছিল না। রাজস্ব আধিকারিকরা প্রভিন্সিয়াল কাউন্সিলের কাছে দায়বদ্ধ ছিলেন। 'রাজস্ব' এবং 'দেওয়ানী' মামলার মধ্যে এই প্রথম সুনির্দিষ্ট ভেদরেখা টানা হ'ল। ১৭৮১ সালের ৬ই এপ্রিল ন্যায়বিচার প্রসারিত করার জন্য মফঃস্বল দেওয়ানী আদালতের সংখ্যা বাড়িয়ে ১৮ করা হ'ল । মুর্শিদাবাদের মফঃস্বল দেওয়ানী আদালতের কার্য(ত্র প্রসারিত ছিল মুর্শিদাবাদের কিছু অংশে, ফতেসিং পরগনায় ও বীরভূমে, নাটোরের মফঃস্বল দেওয়ানী আদালতের কার্য(ত্র প্রসারিত ছিল লস্করপুর ও (কুণপুর পর্যন্ত। মুর্শিদাবাদ ও নাটোরের আদালত বড় শহরে স্থাপিত হওয়ায় কোম্পানীর কভেনান্টেড সিভিল সার্ভেন্টদের এই আদালতগুলির বিচারক করা হ'ত। এদের ম্যাজিস্ট্রেট বলা হ'লেও ফৌজদারী মামলার বিচারের (মতা এদের ছিলনা। ১৭৮৫ সালে 'দ্রুত ও কার্যকর' বিচারের জন্য ছোটখাট ফৌজদারী মামলার বিচারের (মতা ম্যাজিস্ট্রেটদের দেওয়া হয়।

১৭৯০ সালে চারটি কোর্ট-অব্-সার্কিট স্থাপন করা হ'ল । প্রতিটি কোর্টে থাকতেন দু'জন ইংরেজ বিচারপতি। সার্কিট কোর্টের বিচারক করা হ'ল কোম্পানীর খাস কর্মচারীদের। মুর্শিদাবাদ মিন্টের কর্তা মিঃ কীটিং ছিলেন হলেন সার্কিট কোর্টের জজ। এই চারটি সার্কিট কোর্ট স্থাপিত হয়েছিল মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, প্রভৃতি চারটি জায়গায়। কোম্পানী ১৭৭১ থেকে ১৭৯৩ সালের মধ্যে তিনটি সুবাতেই অনেক চৌকি ও এরিয়া কোর্ট স্থাপন করেছিল যেখানে ম্যাজিস্ট্রেটদের উপর ফৌজদারী এবং মুন্সেফদের উপর দেওয়ানী মামলার বিচারের ভার দেওয়া হয়েছিল। এই সব কোর্টের বিচারের বি(দ্ধে উচ্চতর আদালতে অ্যাপীল করার সুযোগ প্রজা সাধারণকে দেওয়ার জন্যে কোর্ট-অব্-অ্যাপীল স্থাপিত হয়। ১৭৯৩ সালে চারটি 'প্রভিন্সিয়াল কোর্ট অব্ অ্যাপীল' স্থাপিত হয়। কোর্ট-অব্-সার্কিটের বিচারপতিরাই এই অ্যাপীল কোর্টের বিচারপতি হন। বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যাকে চারটি ডিভিশনে ভাগ করা হয়। মুর্শিদাবাদও এর একটি ডিভিশন ছিল। কলকাতার সদর আদালতের মতই গুরত্বপূর্ণ ছিল মুর্শিদাবাদের অ্যাপীল কোর্ট।

ন্যায় বিচারের সুযোগ যাতে প্রজা-সাধারণের সকলেই পায়, কোম্পানী সরকার সেদিকে দৃষ্টি রাখতেন। ১৮১৯ সালের ১৬ই জানুয়ারী তারিখের 'সমাচার দর্পণে' সে খবর বেরিয়েছিলঃ

'ইংলণ্ডীয়দের অধিকৃত নানাদেশের বিচার স্থান ঃ এই হিন্দুস্থান ইংলণ্ডীয়দের অধীন হওয়াতে বিচার স্থান এই কএকটা নিরূপিত হইয়াছে ইহার কারণ এই যে সকল লোক নিকটে বিচারস্থান পায় যেহেতুক প্রজা লোকেদের পরস্পর দৌরাত্ম হইলে তন্নিবারনার্থ বিস্তর দূর যাইতে না হয়। বাঙ্গালার মধ্যে তিন স্থানে কোর্ট অব্ আপীল আছে কলিকাতা, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ। আর পশ্চিমেও তিন স্থানে আছে পাটনা ও বারাণস ও বারলি। এই ছয় কোর্টের অধীনে তাবৎ হিন্দুস্থানের বিচারস্থান এই দুই

প্রকার বিভক্ত আছে। ..... মুর্শিদাবাদের অন্তঃপাতী একাদশ বিচারস্থান। বীরভূমি ও ভাগলপুর ও ভাগলপুরের অন্তঃপাতী মালদহ ও নিজ মুর্শিদাবাদ ও মুর্শিদাবাদের নিকটবর্তী প্রদেশ ও পুর্‌নিয়া রাজসাহী ও রঙ্গপুর দুই। .....'

১৭৯৩ সালে মুর্শিদাবাদের কালেক্টর ছিলেন স্যার জন এডওয়ার্ড হ্যারিংটন। মুর্শিদাবাদের দেওয়ানী আদালত চালাতে প্রতি মাসে কত টাকা খরচ হয় তার একটা হিসাব হ্যারিংটন সাহেব কলকাতার কোম্পানী সরকারকে দিয়েছিলেন। তখন জেল এবং কোতোয়ালীও ছিল মুর্শিদাবাদ দেওয়ানী আদালতের সঙ্গে যুক্ত। হ্যারিংটনের রিপোর্টে আছে,— একজন জজ বেতন পেতেন ২৫০০ টাকা ও একজন রেজিস্ট্রার বেতন পেতেন ৫০০ টাকা। তাঁরা দুজনেই ইংরেজ। এছাড়া দেওয়ানী আদালতে ছিল -

১ জন	সেরেস্তাদার	বেতন ১০০ টাকা
১ জন	পর্তুগীজ কেরানী	৮০
১ জন	নেটিভ কেরানী	৪০
৬ জন	মহুরী ২৫ টাকা হিসাবে	১৫০
১ জন	মৌলভী	১০০
১ জন	জজ পণ্ডিত	৬০
১ জন	মুন্সী	৫০
১ জন	নাজির	২৫
১ জন	নায়েব	১৫
২০ জন	পেয়াদা ৪ টাকা হিসাবে	৮০
১ জন	ডাক্তার	১০
১ জন	মোল্লা	৫
১ জন	ব্রাহ্মণ	৫
১ জন	মির্দা	১০
১ জন	ভিস্তি	৪
১ জন	মেথর	৩

প্রতি মাসে কাগজ, কালি ইত্যাদি বাবদ খরচ ছিল ৩০ টাকা। তখন কোর্টের কাজ ফার্সী ভাষায় চলত। মুন্সী ও দেশীয় কেরাণীকে তাই ফার্সী ও ইংরাজি জানতে হ'ত। পতুর্গীজ দলিল দেখার জন্যে পর্তুগীজ ভাষা জানা কেরাণী নিয়োগ করা হ'ত। মৌলভী আর জজ পণ্ডিত যথাত্রমে শরীয়তী আইন ও হিন্দু আইনের ব্যাখ্যা করতেন। মোল্লা সাীদের কোরাণ ছুঁইয়েকোর্টে শপথ নেওয়াতেন। আর পণ্ডিতের কাছে থাকত তামার ঘটে তুলসী পাতা ও গঙ্গাজল। তামা-তুলসী-গঙ্গাজল নিয়ে সাীরা আদালতে শপথ নিতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মদনমোহন তর্কালঙ্কার ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করে মর্শিদাবাদের জজ-পন্ডিত হন। তিনি এই পদে পাঁচ বৎসর কাজ করার পর ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে যোগ দিলে তাঁর যায়গায় শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন (ইনি প্রথম বিধবা - বিবাহ করেন) জজ-পন্ডিত নিযুক্ত হন।

কোম্পানী শাসনের গোড়ার দিকে সরকারী খাজনা না দিলে বা ব্যক্তিগত ঋণ পরিশোধ না করলে দেনদারকে ফাটক খাটতে হ'ত। জেল খাটবার সময় ঋণগ্রস্তের আত্মীয়স্বজন বা অন্য কেউ দেনার টাকা শোধ করে দিলে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি জেল থেকে ছাড়া পেত। মুর্শিদাবাদ জেলার ধনবান মানুষ বিশেষ করে আজিমগঞ্জ বালুচরের সঙ্গতিসম্পন্ন জৈন সম্প্রদায়ের অনেকে পুণ্যার্জনের জন্য কোম্পানী সরকারে কিছু টাকা জমা দিয়ে প্রতি বছর কিছু ঋণগ্রস্তের মুক্তির ব্যবস্থা করতেন ।

জেল বিভাগ তখন বিচার বিভাগের অধীনে ছিল। কালেক্টর হ্যারিংটন সাহেবের হিসাব থেকে ১৭৯৩ সালে জেল বিভাগের খরচ কেমন ছিল তাও জানা যায়। মুর্শিদাবাদের জেল বিভাগের কর্তা ছিল মাসিক ২৫ টাকা বেতনের একজন মির্দা। তাঁর অধীনে ছিল ত্রিশজন বরকন্দাজ। তাদের প্রত্যেকের বেতন মাসে তিন টাকা। একজন ২০ টাকা বেতনের কর্মচারী ছিলেন বরকন্দাজদের সর্দার। আর ছিল মাসিক চার টাকা বেতনের একজন জল্লাদ এবং কারাদণ্ডে দণ্ডিত আসামীদের লোহার ডাণ্ডা-বেড়ী পরিয়ে দেবার জন্য দু'জন কর্মচারী। কোতোয়ালী সমেত বিচার বিভাগ চালাতে মাসে খরচ হ'ত ৪,৫৫৯ সিক্কা টাকা । স্যার জেমস হ্যারিংটনকে এই টাকা মাসিক বরাদ্দ ক'রে আদেশ দেন বোর্ড অব্ রেভেনিউ-এর তৎকালীন সেত্রেটারী মিঃ ই.এইচ. বার্লো।

পুরোনো রেকর্ড পত্রে মুর্শিদাবাদের সার্কিট কোর্ট অব্ অ্যাপীলের মাসিক এস্ট্যাব্লিশমেণ্ট খরচের হিসাব পাওয়া যায়। তিনজন ইংরেজ জজের মধ্যে প্রথম জজের বার্ষিক বেতন ছিল ৪৫,০০০ সিক্কা টাকা অর্থাৎ মাসিক ৩৭৫০ টাকা। দ্বিতীয় জজ পেতেন বছরে ৪০,০০০ সিক্কা টাকা এবং তৃতীয় জজ পেতেন বছরে ৩৫,০০০ সিক্কা টাকা অর্থাৎ ২৯১৬ টাকা ১০আনা ৮ পাই। তাছাড়া সার্কিট কোর্টে আরও চারজন ইউরোপীয় অফিসার ছিলেন, রেজিস্ট্রারের মাসিক বেতন ছিল ১০০০ টাকা, অ্যাসিস্ট্যাণ্ট রেজিস্ট্রার পেতেন ৪০০ টাকা এবং দুজন পর্তুগীজ রাইটার প্রত্যেকে মাসে ৭০ টাকা মাইনে পেতেন। সিনিয়র সিভিল সার্ভেণ্ট ছাড়া কাউকে সার্কিট কোর্টের 'ফার্স্ট জজ' করা হ'ত না।

দেশীয় কর্মচারীর হিসেবও পুরানো রেকর্ডে পাওয়া যায়। মোবারক মঞ্জিলের ভাড়া মাসে মাসে ১৫০ টাকা কোম্পানী সরকার দিতেন। কাগজ-কলম-কালির খরচ হ'ত মাসে বিশ

টাকা। আর নেটিভ অফিসার বা দেশীয় কর্মচারী ছিলেন -

১	জন	কাজী	বেতন ২০০ টাকা
১	জন	মুফতি	২০০ টাকা
১	জন	পণ্ডিত	১০০ টাকা
১	জন	সেরেস্তাদার	১০০ টাকা
১	জন	নেটিভ রাইটার	৩০ টাকা
২	জন	মুনসী ৫০ টাকা হিসাবে	১০০ টাকা
৪	জন	মোহরী ২৫ টাকা হিসাবে	১০০ টাকা
২	জন	মোহরী ২০ টাকা হিসাবে	৪০ টাকা
১	জন	নাজির	২০ টাকা
২০	জন	পেয়াদা ৪ টাকা হিসাবে	৮০ টাকা
২	জন	মোল্লার কেরানী ৮ টাকা হিসাবে	১৬ টাকা
২	জন	গঙ্গাজল ব্রাহ্মণ ৬ টাকা হিসাবে	১২ টাকা
১	জন	নায়েব	১০ টাকা

আগেই বলা হয়েছে কোম্পানী ১৭৭১ থেকে ১৭৯৩ সালের মধ্যে তিনটি সুবাতেই অনেক চৌকি ও এরিয়া কোর্ট স্থাপন করেছিলো। ১৭৯৩ থেকে ১৮৫১ পর্যন্ত কোম্পানী শাসনাধীন এলাকাতে বিচার ব্যবস্থার ধারাবাহিক পরিবর্তন হয়। জনবৃদ্ধি, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, জমি ও সম্পত্তি সংক্র(ান্ত বিবাদের সংখ্যা বৃদ্ধি, সর্বোপরি কোম্পানীর প্রশাসনিক প্রয়োজনে এই পর্বে বিচার কাঠামোতে একের পর এক পরিবর্তন আনা হয়। ১৮০৩ সালে প্রতি জেলাতে একজন করে সদর আমিনের পদ তৈরী করা হ'ল আর ১৮০৫ সালে ওই পদগুলিতে দেশীয় অফিসার নিয়োগ করা হ'ল। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মামলার সংখ্যা খুব বেড়ে গিয়েছিল। তাই ১৮২৩ সালে বিচারকদের (Judge) ফৌজদারী কার্যবিধি থেকে রেহাই দেওয়া হ'ল, যাতে তারা দেওয়ানী বিবাদ মেটাতে তাদের সময় ও শক্তি(ব্যয় করতে পারেন। নগর ও জেলা আদালতের নিচে দুই শ্রেণীর আদালত থাকত। আদালতের রেজিস্ট্রাররা ২০০ টাকা মূল্যের সম্পত্তি সংক্র(ান্ত মামলার বিচার করতেন। তাদের রায় অবশ্য কার্যকর হ'ত জজসাহেবের অনুমোদন পাওয়ার পর। এর নিচে থাকতেন দেশীয় কমিশনাররা। তারা ১৭৯৩ সালের ৪০ নম্বর রেগুলেশন অনুযায়ী ৫০ সিক্কা টাকা পর্যন্ত অর্থ সংক্র(ান্ত বা ঐ মূল্যের ব্যক্তি(গত সম্পত্তি সংক্র(ান্ত মামলার বিচার করতেন। প্রধান কমিশনারকে বলা হত সদর আমিন আর বাকিদের বলা হ'ত মুনসেফ।

১৮২৯ সালে নিয়োগ করা হ'ল 'ডিভিশনাল কমিশনার অব্ রেভিনিউ অ্যান্ড সার্কিট'। এদের সার্কিট জজের (মতা ছিল এবং বছরে অন্তত দু'বার তারা প্রতি জেলায় গিয়ে দায়রা আদালত বসাতেন। এদের বিভিন্ন জেলায় বসবাস ও সেসন আদালত বসানোর জন্য যে বাড়ি ব্যবহার হ'ত তাকে এখনও সার্কিট হাউস বলে। প্রাদেশিক আদালতগুলিকে ফৌজদারী মামলার দায়িত্ব থেকে রেহাই দেওয়া হ'ল। ১৮৩১ সালে ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ কালেক্টরের সঙ্গে যুক্ত(করা হ'ল। ওই বছরই জেলা জজদের দায়রা বিচারপতি বা সেসন্স্ জজের সম্পূর্ণ (মতা দেওয়া হ'ল। অর্থাৎ একদিকে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর জেলার প্রধান হলেন, অন্যদিকে জেলা জজ হলেন ডিষ্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেসন্স জজ। পরের বছর কাজী ও মুফতির পদ বিলোপ করা হল। ১৮৩৬ সালে সরকার প্রতি জেলায় এক জন নগর ও দায়রা বিচারপতি, এক জন ম্যাজিস্ট্রেট ও এক জন কালেক্টর নিয়োগের পরিকল্পনা করল। এই পরিকল্পনা প্রথমে মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর ও বর্ধমানে প্রয়োগ করা হ'ল, পরে বাংলাপ্রদেশের সব জেলাতেই তা চালু করা হয় । এর আগে ১৮১০ সালে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের কাজের চাপ কমানোর জন্য অ্যাসিস্ট্যান্ট ও জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়েছিল। ১৮৪৩ সালে পুলিশ ও ফৌজদারী প্রশাসনকে শক্তি(শালী করতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদ তৈরী করা হ'ল । ১৮৫৯ সালে আবার কালেকটর ও ম্যাজিস্ট্রেট পদ দুটিকে জুড়ে দেওয়া হ'ল, ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর আবার জেলার প্রধান হলেন।

মুর্শিদাবাদের পরগণা ম্যাপ থেকে দেখা যায় ১৮৫১-৫২ সালে মুর্শিদাবাদে জঙ্গীপুর, গোয়াস, হরিহরপাড়া, বহরমপুর ও মুর্শিদাবাদের দ(িণ ও উত্তর নগর, ডোমকল-আজিমগঞ্জ, জেমোকান্দী, ও রামপুরহাট এই ক'টি মহকুমা ছিল। প্রতিটি মহকুমায় একজন মুনসেফ ও একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট থাকতেন যাদের ওপর ছোটখাটো বিচারের ভার ছিল। এছাড়া থাকতেন অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটরা যারা মহকুমা শহরের বাইরে আদালত বসাতেন।

কোম্পানীর আমলে অনেক কুঠিয়াল সাহেবকেও ম্যাজিস্ট্রেটের মত শাসন (মতা দেওয়া হ'ত। ইংরেজ আমলে অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট দিয়ে ফৌজদারী মামলার বিচার ব্যবস্থা শু(হয়। প্রথমে কেবলমাত্র সাহেবদের এই বিচার (মতা দেওয়া হয়েছিল। পরে মুর্শিদাবাদ জেলার গণ্যমান্য ব্যক্তি(দের অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট পদ দেওয়া হ'ত। ইংরেজ সরকার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট পদ দিয়ে গণ্যমান্য ব্যক্তি(দের সম্মান দিত। কলকাতা শহরের জাস্টিস-অব্-দি-পীসের মত মান খাতির ছিল অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটদের। এল.এস.এস. ওম্যালি সম্পাদিত 'বেঙ্গল ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস্' অনুযায়ী বহরমপুর,

ধুলিয়ান, লালবাগ, কান্দী ও জঙ্গীপুর আদালতে স্টাইপেণ্ডারী ম্যাজিস্ট্রেট ছাড়াও অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। এঁদের সংখ্যা ছিল বহরমপুরে ৬ জন, ধুলিয়ানে ৩ জন, লালবাগে ১১ জন, কান্দীতে ৬ জন ও জঙ্গীপুর আদালতে ৫ জন। ১৯১১ সালে জেলায় নিষ্পত্তি হওয়া ৩,২০৩ টি মামলার মধ্যে ৮১৬ টির নিষ্পত্তি করেছিলেন অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটরা।

জেলার বিভিন্ন আদালতে ১৮৭০ সাল থেকে যাঁরা অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে ফৌজদারী মামলার বিচার করেছেন তাঁদের নামের তালিকা খুবই দীর্ঘ। তাঁদের মধ্যে রাজা, জমিদার, ব্যবসাদার, উকিল ইত্যাদিরা ছিলেন। পুরনো সরকারী বেসরকারী কাগজপত্র থেকে দেখা যাচ্ছে ১৮৭০-৯০ সালের মধ্যে কাশিমবাজার ছোট রাজবাড়ির অন্নদাপ্রসাদ রায়, শ্রী জি. পেরিন, প্রাণকৃষ(ব্যানার্জী, রাধিকাচরণ সেন, ডঃ রামদাস সেন, রায় রাজীবলোচন রায় বাহাদুর, শ্রী জি.ডব্লিউ.স্টক্স , বুধসিং দুধোরিয়া, বাবু বংশীদাস রায়, রায় ধনপৎ সিং বাহাদুর, নবাব জয়নাল আবেদিন , শ্রী এ.এন. স্টুয়ার্ট, লালগোলার রাজা যোগেন্দ্র নারায়ণ রাও প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তি(রা অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটের পদ অলংকৃত করেছেন। পরবর্তী কালে বাবু বনবিহারী সেন, শ্রী মনোরঞ্জন সেন, শ্রী পি.কে রায় প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যক্তি(রা অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটের পদ অলংকৃত করেছেন।

১৮৪৪ সালে বোফোর্ট সাহেবের 'গাইড টু ত্রি(মিন্যাল ল অব্ দিস্ প্রেসিডেন্সী' প্রকাশিত হয়। তাতে কোম্পানী সরকারের জারী করা রেগুলশেন ও আইনগুলি একত্রিত করে ব্রিটেনে প্রচলিত আইনের সঙ্গে তুলনা করা হয়। তার আগে মার্শম্যান সাহেবের 'গাইড টু দি সিভিল ল' বেরিয়েছিল। তখন পর্যন্ত সরকারী সার্কুলার অর্ডার দিয়ে ফৌজদারী কোর্টের কাজ চলত। আর এই গাইড পড়ে এদেশের শি(ত লোকে আইন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতেন। বোফোর্ট সাহেবের বইতে জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ, উকিল বা মোক্ত(ার কার কি দায়িত্ব বা (মতা তা নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। বিচার বিভাগের অধীনে তখন পুলিশ ও জেল বিভাগ থাকায় সেই সব বিভাগের সম্পর্কেও এই বইয়ে আলোচনা আছে। তখনকার দিনে জমিদারদের পুলিশকে সাহায্য করতে হ'ত। নইলে আইনগত ব্যবস্থা গভর্ণমেণ্ট নিতেন। তখনও কোম্পানী সরকার আইনগত শাসনের পাকা ব্যবস্থা করে উঠতে পারেননি।

১৮৬১ সালে দু'টি গু(ত্বপূর্ণ আইন পাশ হয়- ভারতীয় দন্ডবিধি (Indian Penal Code) এবং ভারতীয় ফৌজদারী কার্যবিধি (Indian Criminal Procedure Code)। এর ফলে দেশে বিচারপদ্ধতি ও দন্ডবিধানে সমতা এল। বাংলাপ্রদেশের সর্বোচ্চ বিচারালয় হিসাবে কলকাতায় স্থাপন করা হল হাইকোর্ট। প্রতি জেলায় থাকলেন জেলা ও দায়রা বিচারপতি, দু-একটি ব্যতিত্র(ম বাদ দিলে জেলার ভৌগোলিক এলাকার মধ্যেই যাদের বিচারের অধিকার সীমিত ছিল। এদের নিচে ছিলেন মুনসেফ, ম্যাজিস্ট্রেট ও অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটরা। এখনো পর্যন্ত এই বিচার ব্যবস্থাই দেশে চালু আছে। তবে অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট পদ বিলোপ করা হয়েছে। আর একটি বড় পরিবর্তন হয় ১৯৬৮ সালে, যখন সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতি কার্যকর করতে 'জুডিসিয়ারি' ও 'এক্সিকিউটিভ' কে পৃথক করা হয়। এই আইন দুই শ্রেণীতে ম্যাজিস্ট্রেটদের ভাগ করে - জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করতে হাইকোর্টের অনুমোদন লাগে কিন্তু এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট করতে তা লাগে না।

এখন জেলার বিচার বিভাগের প্রধান জেলা ও দায়রা বিচারপতি বা ডিস্ট্রিক্ট এন্ড সেসনস্ জজ। তাছাড়া সদরে আছেন আরও পাঁচজন অতিরিক্ত(জেলা ও দায়রা বিচারপতি বা অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট এন্ড সেসনস্ জজ। এদের মধ্যে একজন স্পেশাল কোর্ট, এসেনশিয়াল কমোডিটিজ-এর বিচারক। জেলাতে আছেন একজন চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট।

এছাড়া জেলাতে আছে একটি মোটর অ্যাক্সিডেন্ট কেস ট্রাইবুনাল। ডিস্ট্রিক্ট জজ বা অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জজ পদমর্যাদার বিচারকেরা এই ট্রাইবুনালের বিচারক রূপে কাজ করেন । এছাড়া একটি কনজিউমার্স ফোরামও এ জেলায় আছে।

সদর মহকুমাতে আছেন একজন সাব ডিভিশনাল জুডিসিয়াল ম্যাজিট্রেট, তিন জন জুডিসিয়াল ম্যাজিট্রেট ,একজন অ্যাডিশনাল অ্যাসিস্ট্যান্স সাব জজ, দুইজন মুনসেফ (সিভিল জাজ, জুনিয়র ডিভিশন) এবং একজন অ্যাডিশনাল মুনসেফ।

কান্দী মহকুমাতে আছেন একজন অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট অ্যাণ্ড সেসনস্ জজ, একজন সাব ডিভিশনাল জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, একজন সাব জজ (দায়রা মামলার (মতা সহ) এবং দুজন মুনসেফ ।

লালবাগ মহকুমায় সাবডিভিশনাল জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ছাড়া আছেন দুইজন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, একজন অ্যাসিস্ট্যান্স সেসনস্ জজ এবং দুইজন মুনসেফ।

জেলার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির তদারকি করার জন্য ডিস্ট্রিক্ট অ্যাণ্ড সেসনস্ জজ, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশ সুপারিনটেনডেণ্ট-কে নিয়ে গঠিত একটি কমিটি আছে।

১৯৭৭-২০০০ কালপর্বে জেলার নথিভুক্ত(অপরাধ ও বিচারবিভাগীয় কার্যাবলীর পরিসংখ্যান অধ্যায়ের শেষে

সংযোজিত হয়েছে।

নবাবী আমলে নিজামত দরবারে বিভিন্ন রাজা জমিদারেরা নিজস্ব উকিল (ভকিল) রাখতেন। কোম্পানী সরকারের আমলেও উকিল ও মোক্তারেরা মামলা লড়তেন বাদী বিবাদীদের পক্ষে। সুপ্রীম কোর্টে এর্টনী ও ব্যারিষ্টারেরা বিলেত থেকে প্র্যাকটিস করতে আসতেন। তাঁরা বিলেত থেকে পরিচয়পত্র সঙ্গে আনতেন। সুপ্রীম কোর্টের জজদের কাছে ভাল প্রশংসাপত্র দেখিয়ে ওকালতির অনুমতি নিতে হ'ত। সুপ্রীম কোর্টে ওকালতি করতে হলে সাহেবদেরও সার্টিফিকেট দেখাতে হ'ত। মফঃস্বলেও একই ব্যবস্থা ছিল। রাজা জমিদার বা বিত্তবান লোকেদের উকিল মোক্তারেরা জজসাহেবদের হুকুম পেলে সাধারণ মানুষের পক্ষে মামলা চালাতেন। পরবর্তীকালে ওকালতি করতে হলে আইনের পরীক্ষা দিতে হ'ত এবং সার্টিফিকেট পেলে ওকালতি করা যেত। মোক্তারী পরীক্ষা সরকার প্রতি বছর নিতেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার পরে আইনের পরীক্ষা নেবার ব্যবস্থা হয়। উকিলেরা গ্র্যাজুয়েট হলে বি-এল এবং আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট হলে পি-এল হতেন। ফৌজদারী আইনের পরীক্ষায় পাশ করলে মোক্তার হওয়া যেত। লর্ড মেকলে ইন্ডিয়ান পেন্যাল কোড তৈরী করার পরে এই সব আইনের পাঠ ও পরীক্ষা শুরু হয়েছিল।

গভর্ণমেণ্ট প্লীডার বা সরকারী উকিলের পদ মুর্শিদাবাদে চালু হয়েছিল সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তীকালে। ১৮৬৭ থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত দীননাথ গাঙ্গুলী ছিলেন জেলার সরকারী উকিল।

পুলিশ প্রশাসন

মোগল আমলে নাজিমের অধীনে, তাকে সহায়তা করার জন্য প্রতিটি সরকারে একজন ফৌজদার থাকত। এলাকার শান্তি রক্ষা, ডাকাতি-দমন, ছোটখাটো বিদ্রোহ দমন ছিল ফৌজদারের কাজ এবং সে কাজের জন্য ফৌজদারের হাতে পাঁচশ থেকে দেড়হাজার সিপাই থাকত। ফৌজদারের নিচে থাকত শিকদার। শিকদারের নিচে বরকন্দাজ বাহিনী সহ থানাদার। গুরুত্বপূর্ণ শহর গুলিতে কোতোয়াল নামে ফৌজদারের একজন সহকারী থাকত এবং নগরের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা প্রধানত তাঁরই দায়িত্ব ছিল।

এর পাশাপাশি জমিদারদেরও রক্ষী বাহিনী ছিল। যেমন, গ্রামের চৌকিদার, জমিদারী সীমানার প্রহরী, নিজস্ব পুলিশ বাহিনী এবং ব্যক্তিগত দেহরক্ষী। অনেকে বলেন এই জমিদারী পুলিশি ব্যবস্থার অনুকরণেই বৃটিশ পুলিশি ব্যবস্থা তৈরী হয়েছিল। ছোট গ্রাম বা বড় গ্রামের এক একটা পাড়া নিয়ে চৌকির এলাকা তৈরী হ'ত এবং একেক জন চৌকিদারের উপর সেই এলাকার ফসল ও জীবজন্তু রক্ষা, শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব থাকত। কয়েকটি গ্রামের চৌকিদারদের কাজ দেখাশোনার দায়িত্ব ছিল দফাদারের। চৌকিদার দফাদাররা জমিদারের কাছ থেকে নিষ্কর জমি পেত। এই জমির উপস্বত্ব তাঁরা বংশপরম্পরায় ভোগ করত, চৌকিদারের কাজও তারা বংশানুক্রমেই পেত। এই জমিকে বলা হ'ত চৌকিদারান জমি। ফৌজদারী এবং জমিদারী পুলিশ হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করত। একজন ফৌজদারের এলাকায় বেশ কয়েকটি জমিদারী থাকত এবং জমিদারী পুলিশ ছিল ফৌজদারের অধীনস্থ। মোগল শাসন যখন আলগা হতে থাকে তখন জমিদারেরা স্বাধীনতা-স্পৃহ হয়ে ওঠে এবং একটা সময়, ১৭৭২-৭৩ নাগাদ, দেখা যায় দুষ্কৃতি দমনের পরিবর্তে জমিদারেরা তাদের আশ্রয় দিচ্ছে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ানী লাভের পর থেকে নবাবের এই পুলিশ বাহিনীর সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। শেষে ১৭৭০ সালে ফৌজদার পদটাই অবলুপ্ত হয়।

বহরমপুরে ক্যান্টনমেন্ট পত্তনের সময় থেকেই নিরাপত্তার বিষয়টা কোম্পানীর চিন্তাভাবনার মধ্যে ছিল। বহরমপুর শহরের পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিম ঘিরে ভাগীরথী নদী প্রবাহিত ছিল। বহরমপুর থেকে মুর্শিদাবাদে যোগাযোগের অন্যতম উপায় ছিল নদীপথ। এই পথের সুরক্ষায় রিভার পুলিশ মোতায়েন করা হয়। মুর্শিদাবাদের কালেক্টরের অধীনে নৌ বাহিনী ছিল। কোম্পানির রিভার পুলিশ সন্ধের পর থেকে টহল দিত। মুর্শিদাবাদ ও বহরমপুর শহরেও টহলদারির ব্যবস্থা ছিল। হান্টারের লেখা থেকে এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।

১৭৭৪ সালে হেস্টিংস পুলিশ ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তনের প্রস্তাব উপস্থিত করলেন। কেবলমাত্র শান্তিরক্ষা নয়, রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে শান্তিরক্ষার বিষয়টি তাঁর প্রস্তাবে গুরুত্ব পেয়েছিল।

হেস্টিংসের প্রস্তাব কার্যকরী হওয়ার আগেই রেজা খাঁ প্রশাসনের বিকল্প প্রস্তাব হাজির করলেন। তিনি ১৭৭৫ সালে নায়েব নাজিম পদে পুনর্বহাল হয়েছিলেন। তাঁর প্রস্তাব ছিল প্রতিটি বড় জেলার সদর শহরে ফৌজদারী থানা গঠন। এছাড়া জেলাগুলিকে চৌকিতে ভাগ করা। প্রস্তাবটি কার্যকর হ'ল ১৭৭৬ সালের জানুয়ারী মাসে। ২৬টি থানা এবং ২৪টি চৌকি তৈরী হল। মুর্শিদাবাদে তৈরী হল ১টি থানা ও ২টি চৌকি। এ ব্যবস্থা চলল ১৭৮১ সাল পর্যন্ত।

সমগ্র পুলিশী সংগঠনের নিয়ন্ত্রণ ছিল একটি কেন্দ্রীয় ফৌজদারী দপ্তরের হাতে। তার প্রধান ছিলেন মুর্শিদাবাদের নায়েব নাজিম। এর পাশাপাশি প্রতিটি জমিদারী এলাকায় একটি করে

জমিদারী থানা ছিল । থানাদার নিয়োগ জমিদারের কর্তৃত্বাধীন ছিল। এই থানাদারি পুলিশ জমিদারী পুলিশি ব্যবস্থার ধারাতেই এসেছিল। থানার পুলিশদের বলা হ'ত পাইক এবং পাইকদের এক একটি দলের সর্দারদের বলা হ'ত নায়েক। সকলের উপরে ছিল থানাদার। মুর্শিদাবাদ রাজধানীর থানাদার পুলিশের বেশ খ্যাতি ছিল।

ফৌজদারী ও থানাদারী ব্যবস্থার কার্যকারিতা প্রশ্নাতীত ছিল না। থানাদার ডাকাতের সঙ্গে যোগসাজস করছে এমন ঘটনা হামেশাই দেখা যেত। ফলে ১৭৮১ সালে হুগলীর ফৌজদারী ছাড়া অন্য সব ফৌজদারী বিলোপ করা হ'ল। দেওয়ানী আদালতের বিচারককে ম্যাজিস্ট্রেটের (মতাও দেওয়া হ'ল। মুর্শিদাবাদ শহরে তৈরী হ'ল কোতোয়ালী। কোতোয়ালের হাতে ছিল আশি জন বরকন্দাজ, ত্রিশজন পাসোয়ান এবং দশজন ডোম।

কর্ণওয়ালিস এসে ১৭৯২ সালে পুলিশ ব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কার করলেন। ম্যাজিস্ট্রেটরা চাইছিলেন পুলিশ তাঁদের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণে থাকবে। । ১৭৯২ এর রেগুলেশনে জমিদারদের পুলিশ বাহিনী রাখার অধিকার কেড়ে নেওয়া হ'ল এবং সরকারী অফিসারদের নিয়ন্ত্রণে পুলিশকে নিয়ে আসা হ'ল। ম্যাজিস্ট্রেটদের নির্দেশ দেওয়া হ'ল তাঁদের জেলাগুলিকে কয়েকটি থানাতে ভাগ করতে। প্রতিটি থানার এলাকা হবে দশ বর্গত্রে(াশের কম। থানার দায়িত্বে থাকবেন দারোগা। থানার এলাকা এমনভাবে তৈরী করতে বলা হ'ল, যেন শহর, বাজার বা গঞ্জ থানার প্রশাসনিক এলাকার কেন্দ্রে থাকে। দারোগাকে নিয়োগ করবেন ম্যাজিস্ট্রেট। দারোগার অধীনে স্থানীয় জমিদারেরা নিয়োগ করবেন চৌকিদার, পাইক এবং পাসোয়ান।

মুর্শিদাবাদ শহরের জন্য পাস হ'ল ১৭৯৩-এর রেগুলেশন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ দেওয়া হ'ল মুর্শিদাবাদ শহর ও শহরতলীকে কয়েকটি ওয়ার্ডে ভাগ করতে। প্রতিটি ওয়ার্ডের দায়িত্বে থাকবেন একজন দারোগা। দারোগাদের নিয়ন্ত্রণ করবেন কোতোয়াল। দারোগা বা কোতোয়ালকে গভর্ণর জেনারেলের অনুমোদন ছাড়া পদচ্যুত করা যাবে না।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বকালে পুলিশের খরচ শহরবাসীদের ওপর ট্যাক্স ধার্য করে তোলা হ'ত। ১৭৯৩ সালে মুর্শিদাবাদের কালেক্টর ছিলেন ত্রি(স্টোফার ওল্ডফিল্ড। কলকাতা থেকে কোম্পানী গভর্ণমেন্টের সেত্রে(টারী বার্লো কালেক্টরকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন,

' The tax for defraying the expence of the Police of the City of Murshidabad and the places adjacent included within the city jurisdiction, is to be assessed and collected by the Magistrate.'

মুর্শিদাবাদ থেকে রাজধানী কলকাতায় সরিয়ে নেবার আগে রাজধানীতে অর্থাৎ মুর্শিদাবাদে নতুন ধাঁচের পুলিশি ব্যবস্থা কিছুটা চালু হয়েছিল। পনের মাইল দীর্ঘ মুর্শিদাবাদ শহরকে দুটি থানায় ভাগ করা হয়েছিল-- উত্তর শহর থানা ও দ(িণ শহর থানা। ম্যাজিস্ট্রেটের অফিস ছিল মুর্শিদাবাদে।

১৮০৮ সালের দশ নম্বর রেগুলশেনে কয়েকটি জেলা নিয়ে বিচার বিভাগীয় সচিবের অধীনে সুপারিনটেনডেন্ট অব্ পুলিশের পদ তৈরী হ'ল। ১৮২৯ সালে ঐ পদ বিলোপ করে (মতা তুলে দেওয়া হ'ল কমিশনারের হাতে। ১৮৩৭ সালে পূর্বোক্ত(পদটি আবার তৈরী করা হ'ল।

১৮১৩ সালে তেরো নম্বর রেগুলশেন অনুযায়ী মুর্শিদাবাদ শহরে টাউন চৌকিদার নিয়োগ করা হলো। প্রতি ৫০ টি দোকান বা বাসগৃহের জন্য চৌকিদারের সংখ্যা ছিল দু'জন। ১৮১৪ সালে কোতোয়াল পদ বিলোপ করে দারোগা নিয়োগ করা হ'ল।

প্রচলিত পুলিসী বিধিগুলিকে একত্র করে এবং দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করে লর্ড ময়রা ১৮১৭ সালে ষোল নম্বর রেগুলেশন পাশ করলেন। জমিদার, নায়েব, পাটওয়ারী ইত্যাদিদের দায়িত্ব দেওয়া হ'ল অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা, মুক্তি(প্রাপ্ত অপরাধীর আচরণ ইত্যাদি বিষয়ে পুলিশের কাছে নিয়মিত খবর পাঠানোর। দারোগা ও ম্যাজিস্ট্রেটের পরওয়ানা জারীর দায়িত্বও তাদের দেওয়া হ'ল। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হলেন জেলার পুলিশের সর্বময় কর্তা। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টের নির্দেশ মান্য করে দারোগা ও অন্য পুলিশ কর্মচারীকে কাজ করতে হ'ত। এই রেগুলেশন গ্রামের চৌকিদারের উপর থানার নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করে।

স্যার ফ্রেডারিক জন শোরের প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, গড়ে প্রতিটি থানায় একজন দারোগা, একজন রাইটার, একজন জমাদার এবং বার জন বরকন্দাজ থাকত। মফঃস্বল পুলিশের কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য ১৮৩৮ সালে ডব্লিউ.ডব্লিউ. বার্ড কমিটি যে সুপারিশ করে তাতে বলা হয়েছিল প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় কাজ পৃথক করা দরকার এবং জেলায় সুপারিনটেনডেন্ট ও অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেনডেন্ট-এর অধীনে পুলিশ বাহিনী কাজ করবে। কমিটির প্রথম সুপারিশটি গৃহীত হলেও দ্বিতীয় সুপারিশটি ১৮৬১ সাল পর্যন্ত গৃহীত হয় নি।

১৮৬০ সালের পুলিশ কমিশন একজন ইন্সপেক্টর জেনারেলের অধীনে পুলিশ বাহিনী পরিচালনা এবং প্রতি জেলায় ইউরোপীয় পুলিশ সুপার নিয়োগের প্রস্তাব করে। বলা হয়

সুপারিনটেনডেন্ট স্থানীয়ভাবে জেলাশাসকদের নিয়ন্ত্রণে ও তত্ত্বাবধানে কাজ করবেন এবং অধস্তন পুলিশ বাহিনী তাঁর নির্দেশে পরিচালিত হবে। এর ভিত্তিতে তৈরী হয় ১৮৬১ সালের পাঁচ নম্বর আইন। মোটামুটিভাবে ১৮৬১ সালের ব্যবস্থাই এখনো কার্যকর আছে।

১৮৫১ - ৫২ সালের পরগণা মানচিত্র অনুযায়ী সে সময় মুর্শিদাবাদ জেলায় মহকুমা বা মুন্সিফী ছিল ৭টি এবং থানা ছিল১৯ টি। রামপুরহাট তখন মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে ছিল। সে সময়কার মহকুমার অন্তর্ভুক্ত(থানাগুলির নাম দেওয়া হ'ল।

জঙ্গীপুর - সুতি, পলসা, মীর্জাপুর, খামরা। গোয়াস - দেওয়ান সরাই , রাণীতলা, ও এখনকার ডোমকল (অংশ)। হরিহরপাড়া - নওদা, বহড়ান, হরিহরপাড়া, দৌলতাবাজার, উত্তর শহর ও দ(িণ শহর (মুর্শিদাবাদ ও বহরমপুর শহর ও সংলগ্ন এলাকা)। ডোমকল-আজিমগঞ্জ-ডোমকল, জলঙ্গী ও এখনকার করিমপুর (অংশ), এখনকার রাজশাহীর কিছু অংশ। জেমো কান্দী - গোকর্ণ, খড়গ্রাম, ভরতপুর, রামপুরহাট - বড়এ(া, রামপুরহাট, নলহাটী।

প্রসঙ্গত, মুর্শিদাবাদ ও বহরমপুর শহর এবং তাদের সংলগ্ন সামান্য এলাকা নিয়ে দুটি মহকুমা তৈরী করতে হয়েছিল দুটি কারণে। প্রথমত, নবাবীর অবসানের পরও মুর্শিদাবাদ ছিল জনবহুল নগরী, অপরাধমুলক কাজকর্মের সংখ্যাও ছিল বেশী। দ্বিতীয়ত, বহরমপুর শহর দ্রুত বাড়ছিল। আর সৈদাবাদ, কাশিমবাজার তো আগে থেকেই গু(ত্বপূর্ণ অঞ্চল হিসাবে বিবেচিত ছিল।

ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টারের 'এ স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অব্ বেঙ্গল' অনুযায়ী ১৮৭২ সালের জনগণনার সময় পুলিসী প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মুর্শিদাবাদ জেলাকে ২৫টি পুলিস সার্কেল বা থানায় ভাগ করা হয়। সে সময় মুর্শিদাবাদ জেলায় তিন ধরণের পুলিস ছিল, নিয়মিত বা জেলা পুলিস, মিউনিসিপ্যাল পুলিস ও গ্রামীণ চৌকিদার বা গ্রামীণ পুলিস।

স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী জেলা পুলিসের কর্তা ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট সুপারিনটেনডেন্ট নামে একজন ইউরোপীয় অফিসার। তাঁকে সহায়তা করতেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিস্ট্রিক্ট সুপারিনটে নডেন্ট নামে আর একজন ইউরোপীয় আধিকারিক। তিনি ছাড়া জেলায় ছিলেন আরও ৯ জন উচ্চপদস্থ আধিকারিক। অধস্তন আধিকারিক ছিলেন ১৩০ জন। জেলা পুলিসের সর্বস্তরের অধিকারিক ও কর্মীসহ মোট কর্মীসংখ্যা ছিল ৬৮২। জেলা পুলিশের তৎকালিন কর্মী বিভাজন ও বেতন কেমন ছিল তা দেখা যেতে পারে।

২ জন উচ্চপদস্থ ইউরোপীয় আধিকারিক	মোট বেতন ৮৫০ টাকা
৯ জন অধস্তন আধিকারিক	মোট বেতন ১০০ টাকা
১৩০ জন অধস্তন আধিকারিক	মোট বেতন ৩৩ টাকা ১১ আনা ৩ পয়সা
৫৪১ জন পদাতিক কনস্টেবল	মোট বেতন ৬ টাকা ১৪ আনা ১১ পয়সা

স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী সে সময় মিউনিসিপ্যাল পুলিসের মোট শক্তি(ছিল ১৭ জন আধিকারিক ও ৩৩৩ জন সাধারণ পুলিস। সেসময় জেলায় পৌরশহর ছিল ৫টি। মুর্শিদাবাদ নগর, বহরমপুর, কান্দী, জঙ্গীপুর ও দৌলতাবাদ। মিউনিসিপ্যাল পুলিস সর্বমোট ১,০২,২০০ জনসংখ্যার সুর(ার বন্দোবস্ত করত।

গ্রামীণ পুলিস বা চৌকিদারী পুলিসের সংখ্যা ছিল ৫৩১৫। এর জন্য বার্ষিক ব্যয় হত ১,৮১,২০২ টাকা এবং তা নির্বাহ করতেন স্থানীয় জমিদার বা গ্রামবাসীরা। হান্টারের হিসাব অনুযায়ী প্রত্যেক গ্রামীণ চৌকিদার গড়ে ০.৪৮ বর্গমাইল এলাকার ৪৭ টি বাড়ি বা পরিবারের ২৫৪ জন বাসিন্দার সুর(ার দায়িত্ব পালন করত।

এছাড়া ১৮৭২ সালে ডিস্ট্রিক্ট সুপারিনটেনডেন্ট ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিস্ট্রিক্ট সুপারিনটেনডেন্টের ভ্রমণ ভাতা বাবদ খরচ হয়েছিল ১৪০ টাকা ৮ আনা, দপ্তরের কনটিনজেন্সী ও অন্যান্য খরচ ছিল প্রতি মাসে ১১৭৩ টাকা এক আনা চার পয়সা। ঐ বছর মুর্শিদাবাদের জেলা পুলিসের জন্য সর্বমোট খরচ হয়েছিল মাসিক ১০,৭৪৯ টাকা ৯ আনা বা বার্ষিক ১২,৮৯৯ পাউন্ড ১০ শিলিং।

বর্তমানে মুর্শিদাবাদ জেলায় পুলিশ সুপার ছাড়াও আছেন একজন অ্যাডিশনাল সুপারিনটেনডেন্ট। এছাড়া সদরে আছেন তিনজন ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট। সদর মহকুমার জন্য কোন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নেই। ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্টদের থানাভিত্তিক দায়িত্ব আছে। এছাড়া সদরের জন্য আছেন একজন চীফ ইন্সপেক্টর। বাকী চারটি মহকুমার প্রতিটির পুলিশ প্রশাসনের শীর্ষে আছেন একজন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক। তাদের দৈনন্দিন কাজে সাহায্য করার কাজে সাহায্য করার জন্য প্রতিটি মহকুমাতে একজন করে চীফ্ ইন্সপেক্টর আছেন।

বর্তমানে জেলায় থানার সংখ্যা ২৬। সদর মহকুমায় ৬টি, ডোমকল মহকুমায় ৪টি, জঙ্গীপুর মহকুমায় ৫টি, কান্দী মহকুমায় ৫টি এবং লালবাগ মহকুমায় ৬টি।

১৯০১ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত থানা গুলির বিবর্তনের চিত্র ও জেলার সাম্প্রতিকতম পুলিশ বাহিনীর পরিসংখ্যান তুলে ধরা হ'ল।

সারণী-১৫.১
মহকুমা ও থানার বিবর্তন (১৯০১-২০০১)

মহকুমা	১৮৭২	১৯০১	১৯২১	১৯৩১	১৯৬১	২০০১
জঙ্গীপুর	সামশেরগঞ্জ	সামশেরগঞ্জ	সামশেরগঞ্জ	সামশেরগঞ্জ	সামশেরগঞ্জ	সামশেরগঞ্জ
	রঘুনাথগঞ্জ	রঘুনাথগঞ্জ	রঘুনাথগঞ্জ	রঘুনাথগঞ্জ	রঘুনাথগঞ্জ	রঘুনাথগঞ্জ
	সুতি	সুতি	সুতি	সুতি	সুতি	সুতি
	মীর্জাপুর	মীর্জাপুর	মীর্জাপুর	সাগরদীঘি	সাগরদীঘি	সাগরদীঘি
	পলসা	-	ফরাক্কা	-	ফরাক্কা	ফরাক্কা
	-	লালগোলা	লালগোলা	-	-	
লালবাগ	নলহাটি	ভগবানগোলা	ভগবানগোলা	ভগবানগোলা	ভগবানগোলা	ভগবানগোলা
	রামপুরহাট	নবগ্রাম	নবগ্রাম	নবগ্রাম	নবগ্রাম	রাণীতলা
	-	সাগরদীঘি	সাগরদীঘি	লালগোলা	লালগোলা	নবগ্রাম
	শাহনগর	শাহনগর	মুর্শিদাবাদ	মুর্শিদাবাদ	মুর্শিদাবাদ	লালগোলা
	মানুল্লাবাজার	মানুল্লাবাজার	জিয়াগঞ্জ	জিয়াগঞ্জ	জিয়াগঞ্জ	মুর্শিদাবাদ
	আসানপুর	আসানপুর	-	রাণীনগর	রাণীনগর	জিয়াগঞ্জ
সদর	গোরাবাজার	বহরমপুর	বহরমপুর	বহরমপুর	বহরমপুর	বহরমপুর
	ভগবানগোলা	-	-	-	-	দৌলতাবাদ
	বড়ুয়া	বেলডাঙ্গা	বেলডাঙ্গা	বেলডাঙ্গা	বেলডাঙ্গা	বেলডাঙ্গা
	হরিহরপাড়া	হরিহরপাড়া	হরিহরপাড়া	হরিহরপাড়া	হরিহরপাড়া	হরিহরপাড়া
	কালিয়াগঞ্জ	ডোমকল	ডোমকল	ডোমকল	ডোমকল	রেজিনগর
	নওদা	নওদা	নওদা	নওদা	নওদা	নওদা
	সুজাগঞ্জ	সুজাগঞ্জ (গোরাবাজার)	জলঙ্গী	জলঙ্গী	জলঙ্গী	-
	বদ্রীহাট	-	-	-	-	--
	দেওয়ানসরাই	রাণীনগর	রাণীনগর	-	-	-
	দৌলতাবাজার	দৌলতাবাজার	দৌলতাবাজার	-	-	-
	গোয়াস	-	শক্তিপুর	-	-	-
	জলঙ্গী	-	হুড়সী	-	-	-
		-	ভাকুড়ী	-	-	-
কান্দী	-	কান্দী	কান্দী	কান্দী	কান্দী	কান্দী
	খড়গ্রাম	খড়গ্রাম	খড়গ্রাম	খড়গ্রাম	খড়গ্রাম	খড়গ্রাম
	-	বড়এ(া	বড়এ(া	বড়এ(া	বড়এ(া	বড়এ(া
	ভরতপুর	ভরতপুর	ভরতপুর	ভরতপুর	ভরতপুর	ভরতপুর
	গোকর্ণ	গোকর্ণ	গোকর্ণ	-	-	সালার
	-	-	কাগ্রাম	-	-	-
ডোমকল	-	-	-	-	-	রাণীনগর
	-	-	-	-	-	ইসলামপুর
	-	-	-	-	-	ডোমকল
	-	-	-	-	-	জলঙ্গী

সূত্র ঃ স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট, স্ট্যাটিসটিক্যাল রিপোর্ট - ১৯০১, ডিস্ট্রিক্ট হ্যান্ড বুক - ১৯৬১

সারণী-১৫.২
জেলায় পুলিশ কর্মীর সংখ্যা

পুলিশ কর্মীর শ্রেণী	১৯৯৬	১৯৯৭	১৯৯৮	১৯৯৯	২০০০
সুপারিনটেনডেন্ট	১	১	১	১	১
অ্যাডিশনাল সুপারিনটেনডেন্ট	১	১	১	১	১
ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট	১	১	১	১	১
সাব-ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার	৩	৩	৪	৪	৫
ইন্সপেক্টর	১৮	১৮	১৯	১৯	১৮
সাব-ইন্সপেক্টর	১১৪	১৩৪	১৫৮	১৫৩	১৬৯
সার্জেন্ট	--	--	--	--	--
জুনিয়ার কম্যান্ডিং অফিসার	--	--	--	--	--
অ্যাসিসটেন্ট সারজেন্ট	১৬৮	১৮১	১৮৩	১৭২	১৭১
হেড কনস্টেবল	৬৬	৬৬	৮৮	৮০	৮০
নায়েক	১৩	১৪	২০	৭	৭
কনস্টেবল	১৩১৯	১৪৬৮	১৬২৮	১৫৪৮	১৫০২
মোট	১৭০৬	১৮৮৯	২১০৫	১৯৮৯	১৯৫৮

সারণী-১৫.৩
ইউনিট পিছু অফিসার এবং পুলিশ কর্মীর সংখ্যা

ইউনিট	ইন্সপেক্টর	এস. আই.	আর্মডএস. আই.	লেডি এস.আই.	এ.এস. আই.	লেডি.এ. এস.আই	এইচ.সি.	পি.ডি	ডি.সি	কনস্টে ও.আর	এল.সি
সদর মহকুমা											
বহরমপুর	-	৯	-	-	১২	-	-	৩	১	৪২	-
খাগরা টি.ও.পি.	-	-	-	-	-	-	১	-	-	১২	-
গোরাবাজার টি.ও.পি.	-	-	-	-	-	-	২	-	-	১০	-
সৈদাবাদ টি.ও.পি.	-	-	-	-	-	-	২	-	-	১০	-
কাশিমবাজার টি.ও.পি.	-	-	-	-	-	-	২	-	-	১০	-
নিমতলা বি.এইচ.	-	-	-	-	১	-	-	-	-	১০	-
সি.আই. (এস.)অফিস	-	-	-	-	১	-	-	-	-	২	-
হরিহরপাড়া থানা	-	৪	-	-	৬	-	-	-	১	২৫	-
দৌলতাবাদ থানা	-	৩	-	-	৫	-	-	-	-	২৩	-
রাণীনগর থানা	-	৩	১	-	৫	-	-	১	-	১৭	-
শক্তি(পুর বি.এইচ.	-	২	-	-	১	-	-	-	-	১১	-
বেলডাঙ্গা থানা	-	৫	-	-	৬	-	-	২	-	২৭	-
বেলডাঙ্গা ও.পি	-	-	-	-	-	-	১	-	-	২	-
নওদা থানা	-	৫	-	-	৫	-	-	-	-	১৭	-

ইউনিট	ইন্সপেক্টর	এস. আই.	আর্মডএস. আই.	লেডি এস.আই.	এ.এস. আই.	লেডি.এ. এস .আই	এইচ.সি.	পি.ডি	ডি.সি	কনস্টে ও.আর	এল.সি
আমতলা ও.পি.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৮	-
রেজিনগর হাইওয়ে	-	-	-	-	-	-	-	১	-	১	-
সদর কোর্ট	-	২	-	-	৩	-	২	-	-	৩৪	-
মহিলা সেল	-	-	-	-	-	১	-	-	-	-	৪
মোট	**-**	**৩৩**	**১**	**-**	**৪৫**	**১**	**১০**	**৭**	**২**	**২৬১**	**৪**

কান্দী মহকুমা

কান্দী থানা	-	৫	১	-	৫	-	-	১	২	২২	১
কান্দী টি.ও.পি.	-	-	-	-	-	-	২	-	-	৭	-
জেমো টি.ও.পি.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৪	-
নবগ্রাম বি.এইচ.	-	-	-	-	১	-	-	-	-	৬	-
গোকর্ণ বি.এইচ.	-	-	-	-	১	-	১	-	-	৪	-
হিজল বি.এইচ.	-	-	-	-	-	-	১	-	-	৫	-
সি.আই.(কান্দী)অফিস	-	-	-	-	১	-	-	১	-	১	-
এস.ডি পি.ও. অফিস	-	-	-	-	১	-	-	১	-	২	১
কান্দী কোর্ট	-	২	-	-	৩	-	-	-	-	২৩	-
কুলী ও.পি.	-	-	-	-	-	-	১	-	১	৩	-
খড়গ্রাম থানা	-	৪	-	-	৪	-	-	-	-	১৮	-
সালার থানা	-	৪	-	-	৪	-	-	২	-	১৭	-
সালার বি.এইচ.	-	-	-	-	১	-	-	-	-	৫	-
ভরতপুর থানা	-	৪	-	-	৪	-	-	-	-	১৭	-
বড়এ(া থানা	-	৪	-	-	৫	-	-	১	-	২১	-
মোট	**-**	**২৩**	**১**	**-**	**৩০**	**-**	**৫**	**৬**	**৩**	**১৫৫**	**২**

জঙ্গীপুর মহকুমা

রঘুনাথগঞ্জ থানা	-	৬	১	-	৪	-	-	১	-	২২	-
রঘুনাথগঞ্জ টি.ও.পি.	-	-	-	-	-	-	২	-	-	১০	-
জঙ্গীপুর টি.ও.পি.	-	১	-	-	১	-	১	-	-	১০	-
সি.আই. অফিস	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
এস.ডি.পি.ও. অফিস	-	-	-	-	১	-	-	১	-	২	৩
রঘুনাথগঞ্জ ট্রাফিক	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ডি ডি.আই. জঙ্গীপুর	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১	-
জঙ্গীপুর কোর্ট	-	২	-	-	৪	-	-	-	-	২৩	-
রতনপুর চেকপোষ্ট	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১	-
সুতি হাইওয়ে	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ইউনিট	ইন্সপেক্টর	এস. আই.	আর্মডএস. আই.	লেডি এস.আই.	এ.এস. আই.	লেডি.এ. এস .আই	এইচ.সি.	পি.ডি	ডি.সি	কনস্টে ও.আর	এল.সি
সাগরদীঘি থানা	-	৫	১	-	৫	-	-	২	-	২১	-
সুতি থানা	-	৫	-	-	৫	-	-	-	১	২৩	-
কেন্দু বি.এইচ.	-	-	-	-	১	-	১	-	-	৭	-
অহিরণ ও.পি.	-	১	-	-	২	-	-	১	-	১৫	-
সামশেরগঞ্জ থানা	-	৩	১	-	৩	-	-	১	২	২০	-
ধুলিয়ান টি .ও.পি.	-	-	-	-	-	-	১	-	-	১০	-
ফরাক্কা থানা	-	৬	১	-	৫	-	-	১	-	২৩	-
ফরাক্কা টি.ও.পি.	-	-	-	-	-	-	২	-	-	৯	-
এন.টি.পি.সি. ও.পি.	-	-	-	-	১	-	২	-	-	৬	-
নবা(ন ও.পি.	-	-	-	-	-	-	১	-	-	৩	-
ফরাক্কা হাইওয়ে	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১	-
এস.ডি.ই.এফ. লাইন	-	-	-	-	-	-	-	১	-	-	-
মোট	**-**	**২৯**	**৩**	**-**	**৩২**	**-**	**১০**	**৮**	**৩**	**২০৭**	**৩**
					লালবাগ মহকুমা						
মুর্শিদাবাদ থানা	-	৪	১	-	৫	-	-	-	১	১৮	১
চণ্ডীতলা টি .ও.পি.	-	-	-	-	-	-	১	-	-	৫	-
সাহানগর টি .ও.পি.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৭	-
মহিমাপুর টি .ও.পি.	-	-	-	-	-	-	১	-	-	৫	-
সি. আই. (এল) অফিস	-	-	-	-	১	-	-	১	-	১	-
এস.ডি.পি.ও. অফিস	-	-	-	-	১	-	-	-	-	১	-
লালবাগ কোর্ট	-	২	-	১	৩	-	-	-	-	২০	-
নবগ্রাম থানা	-	৪	-	-	৫	-	-	-	১	১৯	-
পলসন্ডা আই .সি.	-	১	-	-	২	-	-	-	-	৭	-
জিয়াগঞ্জ থানা	-	৩	-	-	৩	-	-	-	১	১৭	-
জিয়াগঞ্জ টি .ও.পি.	-	-	-	-	-	-	১	-	-	৭	-
আজিমগঞ্জ টি. ও.পি.	-	১	-	-	১	-	১	-	-	৮	-
ভগবানগোলা থানা	-	৩	-	-	৪	-	-	১	-	২০	-
লালগোলা থানা	-	৪	-	-	৪	-	-	-	১	২৫	-
রাণীতলা থানা	-	৩	-	-	৫	-	-	-	-	১৮	-
এস.ডি.ই.এফ. লাইন	-	-	-	-	-	-	-	১	-	-	-
মোট	**-**	**২৫**	**১**	**১**	**৩৪**	**-**	**৪**	**৩**	**৪**	**১৭৮**	**১**
					ডোমকল মহকুমা						
এস.ডি.পি.ও.অফিস	-	-	-	-	১	-	-	-	১	২	১
সি . আই .অফিস	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ইউনিট	ইন্সপেক্টর	এস. আই.	আর্মডএস. আই.	লেডি এস.আই.	এ.এস. আই.	লেডি.এ. এস .আই	এইচ.সি.	পি.ডি	ডি.সি	কনস্টে ও.আর	এল.সি
ডোমকল থানা	-	৪	১	-	৬	-	-	-	১	২২	১
জিৎপুর টি .ও.পি.	-	-	-	-	১	-	-	-	-	৪	-
জলঙ্গী থানা	-	৪	-	-	৫	-	-	১	-	২৬	-
রাণীনগর থানা	-	৩	-	-	৫	-	-	১	-	১৬	-
ইসলামপুর থানা	-	৫	-	-	৫	-	-	১	-	২২	-
এস. ডি. ই. এফ. লাইন	-	-	-	-	-	-	-	১	-	-	-
মোট	**-**	**১৬**	**১**	**-**	**২৩**	**-**	**-**	**৪**	**২**	**৯২**	২
					বিবিধ						
ডি.আই. বি	-	১১	-	-	১১	-	৬	-	১	৮৩	-
রিজার্ভ অফিস	-	৩	-	-	৫	-	-	-	-	৯	২
ডি.ই.বি.	-	২	-	-	-	-	-	-	-	২	-
কন্ট্রোল (ম	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫	-
এম টি সেক্সান	-	-	-	-	-	-	-	২৫	১২	৭	-
এল . ও আর	-	৩	-	১	২	-	-	-	-	১৪	৩
সাসপেনসান	-	-	-	-	১	-	-	১	১	৪	-
অন্যান্য	-	১	-	-	২	১	-	-	-	২৭	-
মোট	**-**	**২০**	**-**	**১**	**২২**	**-**	**৬**	**২৬**	**১৪**	**১৫১**	**৫**
					সর্বমোট						
সদর মহকুমা	-	৩৩	১	-	৪৫	১	১০	৭	২	২৬১	৪
কান্দী মহকুমা	-	২৩	১	০	৩০	০	৫	৬	৩	১৫৫	২
জঙ্গীপুর মহকুমা	-	২৯	৩	০	৩২	০	১০	৮	৩	২০৭	৩
লালবাগ মহকুমা	-	২৫	১	১	৩৪	০	৪	৩	৪	১৭৮	১
ডোমকল মহকুমা	-	১৬	১	০	২৩	০	০	৪	২	৯২	২
বিবিধ	-	২০	০	১	২২	০	৬	২৬	১৪	১৫১	৫
সর্বমোট	-	১৪৬	৭	২	১৮৭	১	৩৫	৫৪	২৮	১০৪৪	১৭

সূত্র ঃ জেলা আর(াধ্য(, মুর্শিদাবাদ

* এস. আই.	সাব ইন্সপেক্টর	* এস.ডি.পি.ও.	সাব ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার
* এ.এস. আই.	অ্যাসিসট্যান্ট	* সি.আই.	চীফ ইন্সপেক্টর
* এইচ.সি	হাবিলদার কনস্টেবল	* এল.সি.	লেডি কনস্টেবল
* পি.ডি	পুলিশ ড্রাইভার	* ও.পি.	আউট পোস্ট
* ডি.সি	ড্রাইভার কনস্টেবল	* টি.ও.পি.	টাউন আউট পোস্ট
* কনস্টে. ও.আর	কনস্টেবল অর্ডিনারী রিসার্ভড	* বি.এইচ	বিট হাউস

সারণী -১৫.৪

অপরাধ ভিত্তিক মামলার সংখ্যা, বিচার, শাস্তি ও মুক্তি(

বৎসর	-	খুন	ডাকাতি	লুটপাট	বার্গলারি	দাঙ্গা	চুরি	ছোটখাটো অপরাধ	মহিলা র্নিযাতন	অন্যান্য	মোট
১৯৭৭	১) নথিভুক্ত(অপরাধ	৬৪	৬১	৪০	৩৩১	৮৫২	১৫৬৪	-	-	-	
	২) বিচার	১৮	১০	১১	৮	৩৮৩	২১৫	-	-	-	
	৩) শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি(	-	-	-	২	-	৫	-	-	-	
	৪) মুক্তি(প্রাপ্ত ব্যক্তি(	-	-	-	৩	-	১	-	-	-	
১৯৭৮	১) নথিভুক্ত(অপরাধ	৫৪	৬৭	৪৩	২৬৬	৯৮০	১৮০৮	১৩৪৯	-	১৬৭০	৬২৩৭
	২) বিচার	২৪	৩৪	২৪	৮১	৪৪৪	১৩৮৬	১৫০০	-	-	
	৩) শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি(	১৯	১৪	-	১৪	৩৩	১১০	৭৯৫	-	-	
	৪) মুক্তি(প্রাপ্ত ব্যক্তি(	১৮	৩০	-	২৪	১৬০	৯৭৭	৫৪৮	-	-	
১৯৭৯	১) নথিভুক্ত(অপরাধ	৬৬	৫৫	৪৩	৯৫	৯৪৯	১১৪৫	(		২০৩৭)	৪৩৯০
	২) বিচার	৫০	৩০	৩১	৬৬	৫৮৯	৩৪০	(		১৩৬৩)	২৪৫৯
	৩) শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি(	৬	২	১	৫	২৩	১৬	(		৬৭৩)	৭২৬
	৪) মুক্তি(প্রাপ্ত ব্যক্তি(	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১৯৮০	১) নথিভুক্ত(অপরাধ	৬৫	৪৫	২১	৮৮	৮১৮	১১২১	১১৩৫	-	১৭৫৯	৫০৫২
	২) বিচার	৭	২০	৭	২১	৩১৮	২৭৯	১১২২	-	৯২৬	২৭০০
	৩) শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি(	৩	-	২	১০	৪২	১৪	৯৭৫	-	২৭৪	১৩২০
	৪) মুক্তি(প্রাপ্ত ব্যক্তি(	১৩	২৪	১৮	৩১	৫৪৯	৫৮	(		৯৪)	৭৪৩
১৯৮১	১) নথিভুক্ত(অপরাধ	৯৫	৮২	৩৭	১১৮	৫১০	১১৭৬	২১০০	-	২৪১৫	৬৮৩৩
	২) বিচার	৬	৯	৭	২৪	২৫৮	১২৮	৫৩৮	-	২৩১	১২০১
	৩) শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি(	১	-	২	২	-	৩৭	২১৮	-	৪৩	৩০৩
	৪) মুক্তি(প্রাপ্ত ব্যক্তি(	৫	৯	৫	২২	১৮	৯১	৭	-	১৮৮	৩৪৫
১৯৮৬	১) নথিভুক্ত(অপরাধ	১৩৩	৩৯	৩৪	৬৭	৫৩৬	৮৫৮	১৬৮	-	১৮৪২	৩৬৭৭
	২) বিচার	১	৩	৬	১২	১৪	৫০	১১৮	-	৯২	২৯৬
	৩) শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি(	-	৬	-	-	-	১	১৬৮	-	৬৬	২৪১
	৪) মুক্তি(প্রাপ্ত ব্যক্তি(	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১৯৮৭	১) নথিভুক্ত(অপরাধ	১৩৫	৪১	২৮	৬২	৪৭৬	৮৩৫	২৬	-	১৮০৩	৩৪০৬
	২) বিচার	২১	১	৩	১৩	১৯৭	২৬৭	১৯	-	৩০৯	৮৩০
	৩) শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি(	-	-	-	-	-	-	৭	-	-	৭
	৪) মুক্তি(প্রাপ্ত ব্যক্তি(	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

বৎসর	-	খুন	ডাকাতি	লুটপাট	বার্গলারি	দাঙ্গা	চুরি	ছোটখাটো অপরাধ	মহিলা নির্যাতন	অন্যান্য	মোট
১৯৮৮	১) নথিভুক্ত(অপরাধ	১৪০	২১	৩০	২৮	৫৬৯	৫৪০	৯৮৬	-	২০৫৭	৪৬৭১
	২) বিচার	১১	১২	১	১৭	২৫৮	৯৮	৪৩	-	১৩৮	৫৭৮
	৩) শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি(	-	-	-	-	-	-	৩	-	৬	৯
	৪) মুক্তি(প্রাপ্ত ব্যক্তি(	-	-	-	-	-	৭	১	-	১৪	২২
১৯৮৯	১) নথিভুক্ত(অপরাধ	১৬৬	৩৫	৩৬	৪৬	৫০৫	৫৭৬	৯০	-	২৩৭৩	৪১২৭
	২) বিচার	-	-	১	৪	৯৪	৪৫	১২	-	৪৯৫	৬৫১
	৩) শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি(	-	-	-	-	-	-	-	-	৩২০	৩২০
	৪) মুক্তি(প্রাপ্ত ব্যক্তি(	-	-	-	১	৪২	৮	-	-	৪১	৯২
১৯৯০	১) নথিভুক্ত(অপরাধ	১৯৬	৩৩	৩৭	৩২	৪৫৫	৯৭১	৩০৬	-	২৪১১	৪৪৪১
	২) বিচার	৮	-	৫	৩	৮৪	২৭৫	১১০	-	৩১০	৭৯৫
	৩) শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি(	-	-	-	-	১০	১৬	২৫	-	৬৩	১১৪
	৪) মুক্তি(প্রাপ্ত ব্যক্তি(	-	-	-	৩	২	১৬৫	৩০	-	৩২	
১৯৯১	১) নথিভুক্ত(অপরাধ	১৬২	৪৩	৩৫	২৯	৮৬০	১০৩১	৩২৫	-	২৫৮৯	৪৬৭৪
	২) বিচার	-	-	৪	১৪	১০১	৬৫	১৮৩	-	১৩৭	৭০৪
	৩) শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি(	-	-	৭	-	৩৭	৩৬	২০৯	-	৪২৭	৭১৬
	৪) মুক্তি(প্রাপ্ত ব্যক্তি(	-	-	২৯	১৪	৬১৬	১৫৪	৩৭	-	২৪৯	
১৯৯২	১) নথিভুক্ত(অপরাধ	১৭৪	৫১	৬২	৩৪	৫০৭	১১৭২	৩৮৬৫	-	২৯৯৫	৮৪৭০
	২) বিচার	৭৯	৮	৮	৩৮	১৭১	৫৬	৯৪৩	-	৩৪৫	১৬৪৮
	৩) শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি(	১১	১	৭	২	১	৮	৭৮৮	-	৪৩৫	১২৫৩
	৪) মুক্তি(প্রাপ্ত ব্যক্তি(	৫৯	৬	৬	১	৬৫	৬৯	৫২৬	-	৩১২	১০৪৪
১৯৯৩	১) নথিভুক্ত(অপরাধ	১২২	৪৮	৬১	২৪	২৭৫	৯৮৫	১৮৮৮	-	১৩৭২	৪৭৭৫
	২) বিচার	৭৩	৫	-	২৮	২৫	৩৪	৬৮৫	-	২১৮	১০৬৫
	৩) শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি(	৩২	-	-	-	-	-	১৫০৭	-	৪০	১৫৮২
	৪) মুক্তি(প্রাপ্ত ব্যক্তি(	৫৬৪	-	-	-	২	২০১	১৯	-	১৮৩	৯৬৯
১৯৯৪	১) নথিভুক্ত(অপরাধ	১৩৬	৪৪	৪৪	২৬	২৩৭	৯০০	৮৬৫	-	৪৮৩	২৭৩৫
	২) বিচার	৭৩	-	-	২	২৬	৩৫	৫২০	-	২০০	৮৫৬
	৩) শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি(	৩২	-	-	-	-	-	-	-	-	৩২
	৪) মুক্তি(প্রাপ্ত ব্যক্তি(	৫৬৪	-	-	-	২	২০০	১৬	-	১৮০	৯৬২
১৯৯৫	১) নথিভুক্ত(অপরাধ	১৬৭	৩২	৪০	২০	২২৬	৮৮৯	৩০০	-	৩০০	১৯৭৪
	২) বিচার	১১২	২৪	৩১	৪	১১৭	১২৭	৭২৩৯	-	-	৭৬৫৪

বৎসর	-	খুন	ডাকাতি	লুটপাট	বার্গলারি	দাঙ্গা	চুরি	ছোটখাটো অপরাধ	মহিলা নির্যাতন	অন্যান্য	মোট
	৩) শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি(	১১	-	-	-	১৩	১	৬৬৫	-	-	৬৯০
	৪) মুক্তি(প্রাপ্ত ব্যক্তি(	১৫২	৩০	-	৪	৬২৮	১৬৮	-	-	২৪৬	৩৪৪৯
১৯৯৬	১) নথিভুক্ত(অপরাধ	২১২	৩২	৩০	৬	১৮৬	৭৯৮	(		২৭৫৫)	৪০১৯
	২) বিচার	২৭	৩	২	১	৮৩	১৭০	৭৭৬	-	-	১০৬২
	৩) শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি(	২৪	-	-	-	৫	৭	৬৯	-	-	১০৫
	৪) মুক্তি(প্রাপ্ত ব্যক্তি(	১১৩	৭	২	১	৭০০	১০৬	৩২৩	-	-	১২৫২
১৯৯৭	১) নথিভুক্ত(অপরাধ	১৪১	২৪	৩৮	৯	১৩৭	৬৪৮	(		২৫৩২)	৩৫২৯
	২) বিচার	৬২	৩	১০	৫	৮৫	১৮৯	(		১৪২৬)	১৭৮০
	৩) শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি(	১৫	-	-	-	১১	১	৮৭	-	-	১১৪
	৪) মুক্তি(প্রাপ্ত ব্যক্তি(	১১৮	১৫	৭	১	৮৪২	১৭১	৪১৯	-	-	১৫৭৩
১৯৯৮	১) নথিভুক্ত(অপরাধ	১৭০	৩৩	৫৫	১৩	১৮২	৬৮৭	(		২৫৪৩)	৩৬৮৩
	২) বিচার	৭৫	১০	১৩	৭	৭৮	১৯৪	(		৮৬১)	১২৩৮
	৩) শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি(	২৬	৩	৬	১২	২৮	১০৭	(		২৯৬)	৪৭৮
	৪) মুক্তি(প্রাপ্ত ব্যক্তি(	১০৫	৯	১	২৭	৪৬১	৫০	(		৩৯৪)	১০৪৭
১৯৯৯	১) নথিভুক্ত(অপরাধ	১৭৮	৩১	২৮	১০	২৭৯	৭৪০	(		২৯৮৯)	৪২৫৫
	২) বিচার	২০	২	১	৩	৬৯	১৫৮	(		৪৭১)	৭২৪
	৩) শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি(	৩	-	-	-	১৬	১	(		১২৮)	১৪৮
	৪) মুক্তি(প্রাপ্ত ব্যক্তি(	৩৯	৭	৯	১৭	৫৮	১১৬	(		৩৪০)	৫৮৬
২০০০	১) নথিভুক্ত(অপরাধ	১২২	২৯	৩৪	২০	১০৬	৫৩২	-	৪৪৩	২২৩৪	৩৫২০
	২) বিচার	৭২	১৩	১৬	১৬	৬৮	৩৩৬	-	-	১৪০৪	১৯২৫
	৩) শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি(	১৬	-	-	-	৪	১	-	-	২২১	২৪২
	৪) মুক্তি(প্রাপ্ত ব্যক্তি(	৩৯	৫	৪	৭	৩৮	২৩২	-	-	৩৩৬	৬৬১
২০০১	১) নথিভুক্ত(অপরাধ	১০৪			১৭	৯৭	১৯৬	—	৪০২	৯৮৮	
	২) বিচার	৩৩	৯	১১	১২	১৮	৪২	-	-	৫১৩	
	৩) শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি(	৪	-	-	-	-	৩	-	-	৬৮	
	৪) মুক্তি(প্রাপ্ত ব্যক্তি(	২২	৬	৩	১	১	২৯	-	-	৫৬	
২০০২	১) নথিভুক্ত(অপরাধ	১২৭	১৪	২৬	৬	১৩২	৩০৯	—	৪১৭	২৩০৬	
	২) বিচার	১৪	৩	২	—	৯	২৬	-	২৯৪		
	৩) শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি(	১৩	-	-	-	-	৯	-	-	৭৮	
	৪) মুক্তি(প্রাপ্ত ব্যক্তি(	৫৪	৫	৯	১৮	-	১৭	-	-	২৪১	

সংশোধনাগার

জেলায় একটি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার, তিনটি উপ সংশোধনাগার এবং একটি মুক্ত(সংশোধনাগার আছে। এর বাইরে রয়েছে একটি বোর্স্টাল স্কুল। ১৯৭৯ এর জেলা গেজেটিয়ার থেকে জানা যায় যে তখন জেলায় একটি বিশেষ সংশোধনাগার(স্পেশাল জেল) ছিল।১৯৬০ সালে এই বিশেষ সংশোধনাগার ব্যতীত অন্য সংশোধনাগার গুলিতে মোট বন্দী রাখা যেত ১৩৫৪ জন। সারণী-১৫.৫ দেখলে এ বিষয়ে পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যাবে।

সারণী—১৫.৫

সংশোধনাগারগুলির বন্দী ধারণের (মতা (১৯৬০)

সংশোধনাগার	পু(ষ বন্দী	নারী বন্দিনী	মোট
কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার	১২০৬	৫৬	১২৬২
কান্দী উপ-সংশোধনাগার	১৭	২	১৯
জঙ্গীপুর উপ-সংশোধনাগার	২০	৩	২৩
লালবাগ উপ-সংশোধনাগার	৪০	১০	৫০

সূত্রঃ ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস্, মুর্শিদাবাদ,১৯৭৯

১৯৭৯ সালের গেজেটিয়ার ১৯৫৬-১৯৬০ কালপর্বে ঐ সংশোধনাগারগুলিকে দৈনিক গড় বন্দী সংখ্যা কত ছিল তা উল্লেখিত হয়েছিল। ঐ তথ্য এখানে সারণী - পুনরায় উল্লেখিত হ'ল। এখন জেলার সংশোধনাগার গুলির সম্মিলিত বন্দীধারণ (মতা ২১৮৩। সংশোধনাগার গুলির প্রতিটির বন্দীধারণ (মতা ও বন্দীর সংখ্যা সারণী- ১৫.৬ তে দেওয়া হ'ল।

সারণী-১৫.৬

সংশোধনাগারগুলির বন্দীধারণ (মতা ও বন্দীসংখ্যা

সংশোধনাগার	বন্দীধারণ (মতা	বন্দীসংখ্যা
কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার	২০২২	১৫৮২
কান্দী উপ সংশোধনাগার	১৯	৯৪
লালবাগ উপ সংশোধনাগার	৫০	৪৭
জঙ্গীপুর উপ সংশোধনাগার	২৩	২৩
লালগোলা মুক্ত(সংশোধনাগার	৬৯	২০

সূত্র ঃ সং(-ষ্ট সংশোধনাগার অধী(কদের দেওয়া তথ্য

লালগোলা মুক্ত(সংশোধনাগার ঃ পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র মুক্ত(সংশোধনাগারটি এ জেলার লালগোলা ব্লকের লালগোলায় অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ব্যক্তি(গত উদ্যোগে লালগোলা রাজবাড়ীর একাংশ ও সংলগ্ন এলাকা সরকারী কাজের জন্য কিনে নেন। পরে সেখানে তৈরী হয় মহিলা উন্মাদাগার। এখনো এলাকার প্রাচীন লোকেদের কাছে এটি মেন্টাল হসপিটাল বলে পরিচিত।

পরবর্তীকালে সেই উন্মাদাগারটিতেই তৈরী হয় লালগোলা মুক্ত(সংশোধনাগার। ১৯৮৭ সালের ৩১ শে জানুয়ারী লালগোলা মুক্ত(সংশোধনাগারের উদ্বোধন করেন তৎকালীন কারামন্ত্রী যতীন চক্র(বর্তী মহাশয়। মাত্র ১১ জন বন্দী নিয়ে লালগোলার মুক্ত(সংশোনাগার তার যাত্রা শু(করে। যে কোন বন্দীকে মুক্ত(সংশোনাগারে পাঠানো হয় না। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত বা দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ডের সাজা পেয়েছে এমন বন্দীদের আচার আচরণ, তাদের মানসিক অবস্থা সংশোধনাগারের নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলার ব্যাপারে তাদের অতীত ইতিহাস ইত্যাদি খতিয়ে দেখার পর, ঠিক হয় কাকে মুক্ত(সংশোধনাগারে পাঠানো হবে। সরকার নিযুক্ত(একটি বোর্ড এই নির্বাচনের কাজটি করে থাকে। এই বোর্ডে থাকেন জেলা সমাহর্তার একজন প্রতিনিধি, জেলা আর(াধ্য(র একজন প্রতিনিধি, কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের অধী(ক এবং ঐ সংশোধনাগারের সমাজকল্যাণ আধিকারিক। আই জি(প্রিজনের) প্রতিনিধি এই বোর্ডের সভাপতিত্ব করেন।

বোর্ড মনোনীত বন্দীরা মুক্ত(সংশোধনাগারে জায়গা পান। সরকারী নিয়মানুযায়ী প্রতিদিন সংশোধনাগারে হাজিরাপর্ব শেষ হবার পর বন্দীরা বেরিয়ে যেতে পারেন । তারা এভাবে কোন উপার্জন হয় এমন কাজের সঙ্গেও যুক্ত(হতে পারেন। সন্ধ্যায় হাজিরা পর্ব শু(হবার আগেই বন্দীদের সংশোধনাগারে ফিরে আসতে হয়। এখানে পুলিশী রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে বন্দীরা প্রতি বৎসর পরিবারের সঙ্গে কাটানোর জন্য ১৫ দিন করে ছুটি পান। বাড়ী থেকে বিশেষ কোন কাজে আমন্ত্রণ এলে এরা বাড়ীতে ছ'ঘণ্টা থাকার অনুমতিও পেয়ে থাকেন। বন্দীজীবনেও এখানে মুক্ত(জীবনের স্বাদ পান বন্দীরা।

সারণী- ১৫.৭

সংশোধনাগারগুলিতে দৈনিক গড় বন্দীসংখ্যা(১৯৫৬-১৯৬০)

সংশোধনাগার	১৯৫৬	১৯৫৭	১৯৫৮	১৯৫৯	১৯৬০
কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার	৭৫৫.৪৩	৮৪৫.৮৪	৯৯৫.৬৯	১২৩৫.৬৯	১০৩৯.৪৭
কান্দী উপ সংশোধনাগার	১৪.৯৬	১৬.৫২	১৩.২১	১৯.২০	৩৭.৬৬
জঙ্গীপুর উপ সংশোধনাগার	৩০.৩৯	৪৫.২২	৪৮.৯২	২৬.৮৭	২২.১৩
লালবাগ উপ সংশোধনাগার	২৯.৩৮	৫১.০৭	৪৯.৩৫	৪২.৭৯	৪৮.৩২

সূত্রঃ ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস্, মুর্শিদাবাদ

উল্লেখপঞ্জী ঃ

১। ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার, 'এ স্ট্যাটিসটিকাল অ্যাকাউন্ট অব্ বেঙ্গল' নবম খন্ড, ডি.কে. পাবলিশিং হাউস, দিল্লী, ১৯৭৪

২। এল.এস. এস. ওম্যালী,'বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস্', মুর্শিদাবাদ, ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস্, কলকাতা, ১৯৭৯

৩। বি. রায়, ডিস্ট্রিক্ট হ্যান্ডবুক, সেন্সাস, ১৯৬১- মুর্শিদাবাদ

৪। বি. কে ভট্টাচার্য্য, ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস্, মুর্শিদাবাদ, কলকাতা, ১৯৭৯

৫। বিজয় গুপ্ত, 'মুর্শিদাবাদ বার' , সিলভার জুবিলী স্যুভেনির , ওয়েস্ট বেঙ্গল ল'ইয়ারস্ অ্যাসোসিয়েশন, কলকাতা, ১৯৬৮

৬। কমল বন্দ্যোপাধ্যায়, 'কোম্পানী আমলের কোর্ট কাছারী', জনমত শারদীয়, ১৩৮৯

৭। কমল বন্দ্যোপাধ্যায়,'কোম্পানী আমলের পুলিস', মুর্শিদাবাদ সন্দেশ,শারদীয় ১৪০২

৮। বিষাণ কুমার গুপ্ত, 'বিচার ব্যবস্থার ত্র(মবিবর্তন(মুর্শিদাবাদ জেলা এবং কান্দী আইন মহাবিদ্যালয়', কান্দী বিমলচন্দ্র কলেজ অব্ ল - এর উদ্বোধন উপল(ে প্রকাশিত স্মরণিকা, কান্দী, ৫.১০.২০০২

৯। নিশীথ কুমার ঘোষ, 'ঐতিহাসিক মুর্শিদাবাদ ও আধুনিক বিচার ব্যবস্থার পটভূমি', কান্দী বিমল চন্দ্র কলেজ অব্ ল - এর উদ্বাধন উপল(ে প্রকাশিত স্মরণিকা, কান্দী, ৫-১০-২০০২

১০। ব্যুরো অব্ অ্যাপ-ায়েড ইকনমিক্স অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস্ প্রকাশিত 'ডিস্ট্রিক্ট স্ট্যাটিসটিক্যাল হ্যান্ডবুক' - এর বিভিন্ন সংখ্যা